NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ভূতের রাজা ও রায় পরিবার

আজ আইসিএসই ও আইএসসির ফল ৭

কলকাতা ৬ মে ২০২৪ ২৩ বৈশাখ ১৪৩১ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৩২৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 6.5.2024, Vol.17, Issue No. 323, 8 Pages, Price 3.00

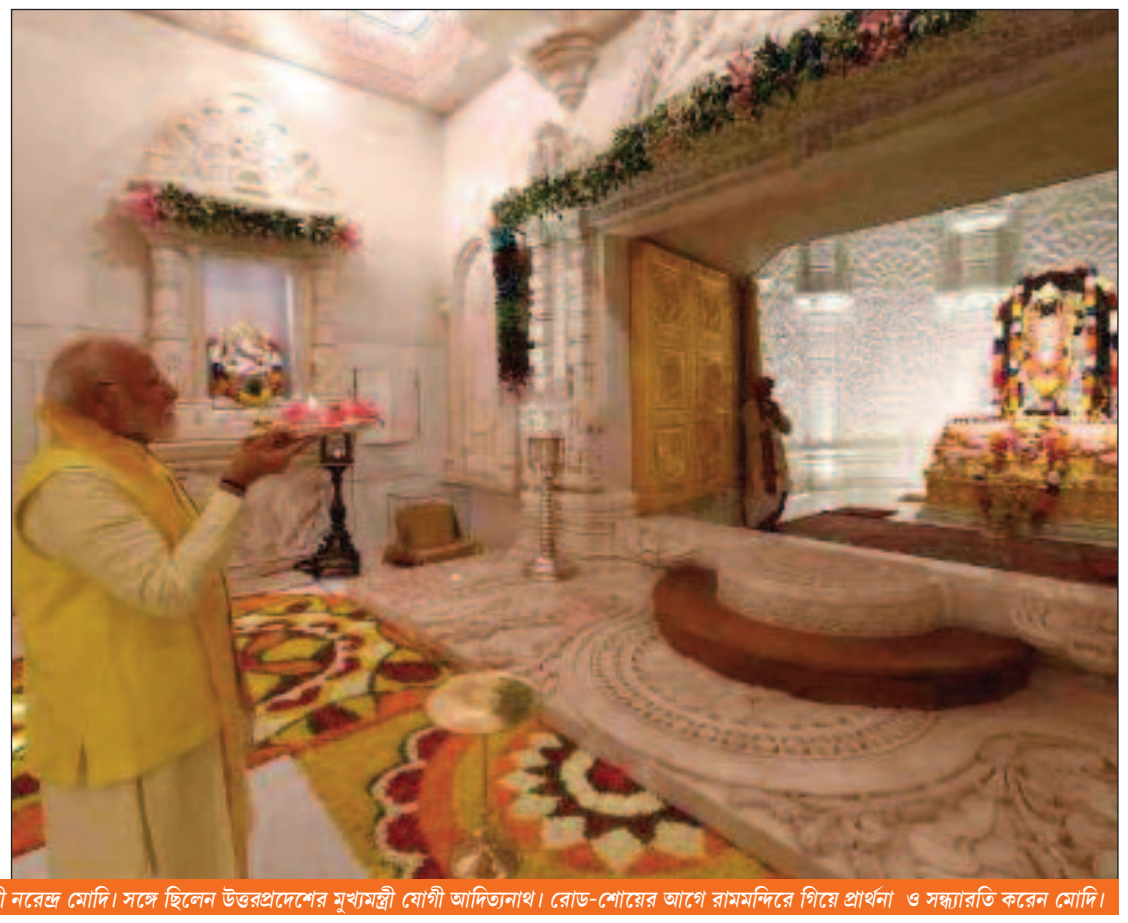

রবিবার অযোধ্যায় মেগা রোড-শো করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সঙ্গে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রোড-শোয়ের আগে রামমন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা ও সন্ধ্যারতি করেন মোদি।

# ‘টাকা দিয়ে সাজানো হয়েছে সন্দেশখালির ধর্ষণ মামলা’

## মায়ের সম্মান চলে গেলে ফেরানো যায় না, দাবি মমতার

**মিলন গোস্বামী ● লাভপুর**

‘সন্দেশখালির ঘটনা টাকা দিয়ে সাজানো’, দাবি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরভূমের লাভপুরে ফুল্লরা মেলার মাঠে আয়োজিত রবিবারের নির্বাচনী জনসভায় এই দাবি করেন তিনি । মমতা বলেন, ‘সন্দেশখালির ঘটনা পুরো সাজানো, টাকা দিয়ে ঘটনা সাজানো হয়েছে। টাকা দিলে টাকা পাওয়া যায় কিন্তু আত্মসম্মান ফিরে পাওয়া যায় না।’ সন্দেশখালির মা-বোনেদের আত্মসম্মান নিয়ে না খেলার পরামর্শ দিয়েছেন মোদিকে।

রবিবার দুপুরে বোলপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী অসিত মালের সমর্থনে ভোট প্রচারে এসে প্রথমে নস্টালজিক হয়ে পড়েন মমতা। তিনি বলেন, চাকাইপুরে পিতৃদেবদের বাড়ি কিন্তু তিনি বরাবরই মামার বাড়ি কুসুম্বাতেই থেকেছেন। তিনি একবার চাকাইপুরে যাবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। এরপরই মোদিকে সরাসরি আক্রমণ করেন মমতা। বলেন, এটা ‘কুলাঙ্গার’-এর সরকার। মোদিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘মোদি বাবু আপনার ইচ্ছে পূরণ হবে না। কয়েকটা গদ্দার দিয়ে চলছেন, ওরা যা বলছে সেটা নিয়েই নাচছেন’। মমতা বিজেপির বিরোধিতা করলেও অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রশংসা করেছে বলেন, অটলজির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো ছিল। রাজধর্ম পালন করার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন, মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে বিজেপি সন্দেশখালির কালি ঢাকতে তৃণমূলকে কালি দিচ্ছে। বেশি মিথ্যা বললে জীভ মোটা হয়ে যায়, খসে যায়। এরপর নাম না করে ইলেকশন কমিশনকে এক হাত নিয়ে তিনি বলেন, ‘বিজেপি যা বলছে ইলেকশন কমিশন তাই করছে। তিনজনই কোলের সন্তান, চোখে দেখেনা, কানে শোনেন না’। এরপর সাবধান করে বলেন, ‘বেশি অহংকার ভালো না, অহংকার পতনের মূল’।

দুদিন আগেই বীরভূমে আমোদপুরে এসে তৃণমূলের ‘দুর্নীতি’র প্রসঙ্গ তুলে শিক্ষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন মমতা সেই প্রসঙ্গ তুলে বলেন,‘ চাকরি কেড়ে নেওয়ার গোসাই এখন পাশে দাঁড়াতে চান, আমরা ছিলাম আমরাই আছি আমরাই করব।’ এরপর মূল্যবৃদ্ধি , ১০০ দিনের টাকা , বাংলার বাড়ি প্রসঙ্গ তুলে মমতার কটাক্ষ, ‘রাজ্যের টাকা আটকে রেখে অগণতান্ত্রিকভাবে গণতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ করছেন।’ বলেন, যেভাবে আন্দোলন করে তিনি সিপিএমকে উৎখাত করেছেন, সেভাবেই বিজেপিকে উৎখাত করে তবেই তিনি যাবেন। বাংলায় নির্বাচনী জনসভায় এসে ৪০০-র বেশি আসনের দাবি করে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এই রাজ্যে তৃণমূল ১৫ টির বেশি আসন পাবেনা। প্রধানমন্ত্রীর এই আসন সংখ্যা বলাকে বিদ্রুপ করে মমতা বলেন, ‘মোদি তুমি কি অ্যাস্ট্রোলজার! হাত দেখতে শিখে গিয়েছো? তুমি পাঁচটা সিট পাবে তো?’ এরপরই মমতা বলেন, ‘বিজেপির জন্ম দাঙ্গার মধ্য দিয়ে, লোক খুন করার মধ্য দিয়ে, দলিত কৃষকদের উপর অত্যাচার করার মধ্য দিয়ে, দেশজাতির ভাগ করার মধ্য দিয়ে, এনআরসি করে সব মানুষকে তাড়ানোর মধ্যে দিয়ে, ইউনিফর্ম সিভিল কোড করে মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে হয়েছে। এরপর মমতা বলেন, ‘এনআরসি করতে দেব না রাজ্যে। ভোট হলে বিজেপি হেরে মরবে। মানুষ ওয়েট করছে। আব কি বার মোদি হোগা পগার পার।’

## ‘একদিন জেল থেকে বেরবেই’, কেষ্টর জেলমুক্তির আশায় মমতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রায় বছরদুয়েক জেলবন্দি অনুব্রত মণ্ডল। গোরু পাচার মামলায় দিল্লির তিহার জেলে বন্দি তিনি। আদালতে জামিনের আরজি বার বার খারিজ হয়ে গিয়েছে তাঁর। তবে মমতার আশা, একদিন না একদিন জেলমুক্তি হবে বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতার। নির্বাচনী প্রচারে কেষ্ট গড়ে দাঁড়িয়ে অনুব্রতর ঢালাও প্রশংসাও করলেন তিনি। বোলপুরের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল এবং বীরভূমের তারকা প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে এদিন লাভপুরে নির্বাচনী প্রচার করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘অনেক উন্নয়ন হয়েছে। বীরভূমের অনেক ব্রিজ, রাস্তাঘাট হয়েছে। এবং সেটা সম্ভব হয়েছে ফুল টিম। কেষ্ট আজকে জেলে থাকলেও আমি বিশ্বাস করি এই ছেলেটা উন্নয়নটাকে হাতের মুঠোয় রেখে কাজ করত।’ তিনি বলেন, ‘বিজেপি সাজিয়ে গুছিয়ে কেস করেছে। তাতে কী যায় আসে? একদিন না একদিন তো বেরবে। কেজরিওয়ালকেও তো আটকে রেখেছে। হাতে সিবিআই আছে, ইনকাম ট্যাক্স আছে। বিচারব্যবস্থাও অনেকেটা কিনে ফেলেছে ওরা।’

## এক নজরে

### আজ সুপ্রিম শুনানি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এক সপ্তাহের মধ্যে আবার এসএসসির ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলা উঠছে সুপ্রিম কোর্টে। আজ মামলাটি শুনবে শীর্ষ আদালত। গত শুনানিতে এই মামলায় চাকরি বাতিলের উপর স্থগিতাদেশ দেয়নি সর্বোচ্চ আদালত। যোগ্য এবং অযোগ্যদের বাছাই পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ। সোমবার বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত শুনানি হওয়ার কথা জানিয়েছিল তারা। যোগ্যদের আইনি সাহায্য দেওয়ার কথা জানিয়েছেন প্রধান নরেন্দ্র মোদি। সব মিলিয়ে আজকের দিকে তাকিয়ে সব পক্ষ।

### আজ থেকে বৃষ্টি রাজ্যে!

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বৈশাখের শেষ ভাগে কি মিলবে স্বস্তি! আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অন্তত তেমনটাই বলছে। গত কয়েক দিন ধরে দক্ষিণবঙ্গে যে তাপপ্রবাহ চলছিল, তা শেষের দিকে। আগামী ছয় থেকে আট দিন ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে তাপমাত্রা। সঙ্গে রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সোমবার থেকে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা কম। রাজ্য জুড়ে রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা। এত দিন শুষ্ক পশ্চিমা এবং উত্তর-পশ্চিমা বায়ু ঢুকছিল বাংলায়। এখন হাওয়ার দিক বদল হচ্ছে। বঙ্গোপসাগর থেকে রাজ্যে জলীয় বাষ্পের প্রবেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাছাকাছি ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। সে কারণেই বৃষ্টির উপযোগী অবস্থা তৈরি হয়েছে।

*বিস্তারিত শহরের পাতায়*

# সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও নিয়ে দিল্লিতে দরবার তৃণমূলের

**নয়াদিল্লি, ৫ মে:** দিল্লির মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলল তৃণমূল। সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও দেখিয়ে তারা জানতে চাইল প্রধানমন্ত্রী মোদি কি আগে থেকেই এ ব্যাপারে জানতেন? সে ক্ষেত্রে ভোটের প্রচারে বাংলায় এসে কি তিনি জেনেশুনে অসত্য ভাষণ করছেন? আর যদি তিনি না জেনে থাকেন, তবে এই ভিডিও দেখার পর কী পদক্ষেপ করবেন তিনি?

শনিবারই সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি একদিন। তবে ভিডিওয় সন্দেশখালি ২-এর বিজেপি মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়ালকে বলতে শোনা যায়, সন্দেশখালিতে কোনও ধর্ষণ হয়নি। আন্দোলনের গোটাটাই ‘সাজানো’। আর সেই ‘সাজানো আন্দোলন’ চালিয়ে যেতে তাঁদের সাহায্য করেছেন বাংলার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

যদিও পরে গঙ্গাধর আলাদা একটি ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করেন, ওই ভাইরাল ভিডিওয় তাঁকে দেখা গেলেও তাঁর স্বর উচ্চমানের প্রযুক্তি দিয়ে বিকৃতি করা হয়েছে। কিন্তু তৃণমূলের বক্তব্য, তাই যদি হবে তবে এই বক্তব্য সঠিক নয় তা প্রমাণ করে দেখাক বিজেপি। শনিবার বিকেলেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ভিডিও দেখিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠকে আক্রমণ করেন বিজেপিকে। বলেন, ভোটে জেতার জন্য বাংলার মহিলাদের সম্মান নষ্ট করেছে বিজেপি। পদ্মের দিল্লির নেতাদের উচিত বাংলাকে কলুষিত করার জন্য ক্ষমা চাওয়া। অভিষেকের সেই বক্তব্যের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই খাস দিল্লিতে শাসক বিজেপির নেতাদের সততা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলল তৃণমূল।

রবিবার রাজধানী দিল্লিতে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূলের মুখপাত্র তথা মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং তৃণমূলের দুই রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ এবং সাকেত গোখলে। সেখানেই তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি সন্দেশখালির ভিডিওকাণ্ডে দেশের নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। শশী বলেন, সন্দেশখালির ওই ভিডিওয় স্পষ্ট, মহিলাদের শেখানো হয়েছে ধর্ষণের অভিযোগ কী করে বলত হবে। কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে তাঁদের বিপথে চালিত করা হয়েছে। আর দিল্লি থেকে নেতারা এসে বাংলার বদনাম করেছেন। এই প্রসঙ্গেই সাগরিকা প্রশ্ন তোলেন, ‘আমাদের মনে হচ্ছে এর সঙ্গে জাতীয় বিজেপি নেতারাও জড়িত। প্রধানমন্ত্রী নিজে গিয়ে সন্দেশখালি নিয়ে কথা বলেছেন। উনি কি জানতেন সন্দেশখালিতে আসলে কী হয়েছে? তা হলে কি প্রধানমন্ত্রী জেনেই মিথ্যা কথা বলেছেন?’ আর যদি উনি না জেনে এই আক্রমণ করে থাকেন, তবে তৃণমূলের প্রশ্ন, সে ক্ষেত্রে যাঁরা এই মিথ্যা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সরাসরি জড়িত, সেই বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে তিনি কী পদক্ষেপ করবেন?

তৃণমূল একই সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও। সাকেত প্রশ্ন তুলেছেন, ‘সন্দেশখালি নিয়ে গোটা দেশে ঢিঢি পড়ে গিয়েছিল। রোজ সেখানে কেন্দ্রীয় নানা কমিশন গিয়েছে। মানবাধিকার কমিশন থেকে শুরু করে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার কমিশন, জাতীয় মহিলা কমিশনও। ভোটের সময় বাংলার নানা ঘটনা নিয়ে নির্বাচন কমিশনও সক্রিয়। অথচ এই ভিডিও প্রকাশিত হওয়ার পরে ১৮ ঘণ্টা কেটে গেল, কমিশন কোনও পদক্ষেপ করেছে কি? না করলে কেন পদক্ষেপ করা হয়নি? সন্দেশখালির ঘটনা কি ভোটকে প্রভাবিত করেনি?’

দিল্লির মাটি থেকে কেন্দ্রীয় শাসকদলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে তৃণমূল বলেছে, কর্নাটকে বিজেপির জোট সঙ্গী জনতা দল সেকুলারের সাংসদ প্রজ্জ্বল রেভান্নার বিরুদ্ধে যৌননিগ্রহের অজস্র অভিযোগ সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। বিজেপির সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে মহিলাদের নিগ্রহের পাশাপাশি পকসো ধারাতেও মামলা রয়েছে। তার পরও তাঁরই পুত্রকে লোকসভার টিকিট দিয়েছে বিজেপি। বাংলায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি সে দিন গিয়ে তাঁর বাসভবনে থেকে এসেছেন, অথচ শ্লীলতাহানির ঘটনা নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। অথচ সন্দেশখালি নিয়ে কথা বলে গিয়েছেন। এ তো দেখা যাচ্ছে সমস্ত নারীবিরোধী নারীদের নির্যাতনকারীরা একটিই পার্টির সদস্য; বিজেপি। আসলে বিজেপি মহিলাদের নিয়ে যত স্লোগান দেয়, সে সবই সারবত্তাহীন প্রতিশ্রুতি। কার্যক্ষেত্রে বিজেপি নারীবিরোধী। আর সে জন্যই যে বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের ক্ষমতায়নের কাজ করছেন, সেখানে সেই জোরের জায়গাটিতে আঘাত করতে চাইছে তারা।

তৃণমূলের বক্তব্য, ভোটের জন্য সব করতে পারে বিজেপি। তার জন্য ধর্ষণের আইনকেও পরিহাস বানিয়ে রেখে দিয়েছে তারা। এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে যে, এর পরে কোনও মহিলা থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করতে এলে তাঁকে বিশ্বাসই করবেন না কর্তব্যরত থানার অফিসারেরা।

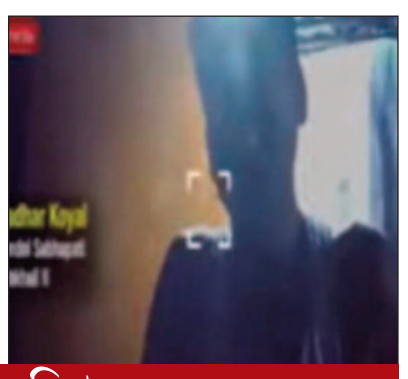

## প্রশ্ন নির্বাচন কমিশনকেও

## রাজভবনের কর্মীদের চুপ থাকার নির্দেশ বোসের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগের তদন্ত করতেই পারে না পুলিশ। সেই এক্তিয়ার তাদের নেই। রাজভবনের বিবৃতিতে তেমনটাই দাবি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সংবিধানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাজভবনের কর্মীদের এই ঘটনা প্রসঙ্গে কোথাও মুখ খুলতে নিষেধ করেছেন রাজ্যপাল স্বয়ং। জানিয়েছেন, এ বিষয়ে রাজভবনের সঙ্গে যুক্ত কেউ কোথাও কোনও বিবৃতি দিতে পারবেন না। রবিবার রাজভবনের এক্স হ্যান্ডলে একটি বিবৃতি পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে রাজ্যপাল বোস লিখেছেন, ‘সংবিধানের ৩৬১ (২), (৩) ধারা অনুযায়ী, কোনও রাজ্যপাল নিজের পদে থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে দেশের কোনও আদালতে ফৌজদারি তদন্তপ্রক্রিয়া চলতে পারে না। তাঁকে গ্রেপ্তার করা বা জেলে পাঠানোও যায় না। ফলে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না পশ্চিমবঙ্গ সরকার।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, পুলিশ রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে। তারা রাজভবনের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে। এমনকী, পুলিশ রাজভবনের সিসি ক্যামেরার টিভি ফুটেজও চেয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সংবিধানের রক্ষাকবচ থাকায় পুলিশের এই তদন্তের এক্তিয়ার রয়েছে কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। আসলে পুলিশ এটা করতে পারে না। তাদের এই তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট কোনও আদালতে গৃহীত হতে পারে না। এটি সংবিধানের অবমাননা। কারণ, সংবিধানে পুলিশকে এ বিষয়ে কোনও এফআইআর করে তদন্ত করতেই নিষেধ করা হয়েছে।’ রাজভবনের সমস্ত ধরনের সব কর্মীকে এই ঘটনায় পুলিশের কোনও প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘কেউ অনলাইন বা অফলাইন মাধ্যমে, ফোনে বা অন্য কোনও ভাবে এ বিষয়ে কোনও কথা বলতে পারবেন না। রাজভবনের স্থায়ী, অস্থায়ী, আংশিক সময়ের কর্মীদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।’

### পুলিশের তদন্তের এক্তিয়ার নেই

# চাকরিহারাদের জন্য পোর্টাল চালু হচ্ছে বুধবার

### মোদির নির্দেশের পরই পদক্ষেপ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা হয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে ‘যোগ্য’ চাকরি প্রার্থীরা যাতে কোনও ভাবেই বঞ্চিত না হন, সে বিষয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই নির্দেশ মতো এ বার চাকরিপ্রার্থীদের জন্য পোর্টাল চালু করার কথা ঘোষণা করলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। শমীক বলেন, ‘একটি বিশেষ পোর্টাল আমরা লঞ্চ করছি। আগামী বুধবার ৮ মে পোর্টালটি চালু করা হবে। যাঁদের চাকরি চলে গিয়েছে, তাঁরা সেই পোর্টালে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। আমরা প্রয়োজনে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত গিয়ে যত প্রকার আইনি সহায়তা দেওয়া সম্ভব, তা দেব। মামলার খরচ বহন করা থেকে শুরু করে তাঁদের সবরকম সহযোগিতা আমাদের দলের পক্ষ থেকে করা হবে।’ সম্প্রতি এসএসসির অধীনে থাকা ২৫,৭৫৩টি চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এর পরে সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ও রাজ্য সরকার। এখনও পর্যন্ত সে নির্দেশে স্থগিতাদেশ পায়নি রাজ্য। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই মোদি বলেছিলেন, ‘যতই নির্বাচনের ব্যস্ততা থাকুক, রাজ্য নেতারা এই কাজ করবেন। যাঁর পাপ করেছেন তাঁদের সাজা হোক। কিন্তু অনেক সৎ রয়েছেন। যাঁদের সব ডিগ্রি ঠিকঠাক রয়েছে, তাঁদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি যে কাজ করবে, সেটা মোদির গ্যারান্টি।’ রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের হয়ে প্রচার করতে এসে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন মোদি। সেই সভায় হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির বর্তমান সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

মঞ্চে বসা সুকান্তকে দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিন, ‘এখানে রাজ্য সভাপতি বসে রয়েছেন। তাঁকে আমি একটি পরামর্শ দিচ্ছি যে, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অনেক নির্দোষও অসুবিধায় পড়েছেন। অনেকে সত্যি করেই শিক্ষকের চাকরি পাওয়ার যোগ্য। বাকিদের পাপের কারণে এই নির্দোষরা সমস্যায় পড়েছেন। যাঁদের চাকরি গিয়েছে তাঁদের মধ্যে সৎ এবং যোগ্যদের যাতে আমরা সাহায্য করতে পারি, তা দেখতে রাজ্য নেতৃত্বকে বলেছি।’ কী ভাবে সেই কাজ করতে হবে, তা-ও বলে দেন মোদি। তিনি বলেন, ‘আমি বাংলার বিজেপি নেতৃত্বকে বলেছি, রাজ্য স্তরে একটি আইনি সেল এবং একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বানাতে হবে। এর মাধ্যমে তাঁদের সুবিধা হবে যাঁরা সব কিছু ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির কারণে চাকরি হারিয়েছেন। আমাদের দল তাঁদের আইনি সাহায্য করবে এবং ন্যায় দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে কাজ করবে। আমরা সৎ মানুষদের পাশে থাকব।’ সেই নির্দেশ পাওয়ার পরেই পোর্টাল তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। আগামী বুধবার রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিনই পোর্টালের উদ্বোধন করা হবে।

# বোলপুরে পদ্ম ও জোড়াফুল দুই শিবিরেই কাঁটা অন্তর্কলহ

**শুভাশিস বিশ্বাস**

গোরু পাচার ও অর্থ তছরূপ মামলায় তিহারে বন্দি তৃণমূল কংগ্রেসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর গড় হিসাবে পরিচিত বোলপুর। তবে তাঁকে ছাড়াই হচ্ছে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। এদিকে দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি বোলপুরে তাপমাত্রার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজনৈতিক লড়াইয়ের পারদ চড়ছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অসিতকুমার মাল, বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহা ও সিপিআইএম প্রার্থী শ্যামলী প্রধানের নির্বাচনী লড়াই ঘিরে। এদিকে এই রাজনৈতিক লড়াইয়ের আঁচ মিলবে না শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গল লাগোয়া আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে গেলে। মনেই হবে না সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে। কারণ, বনের পুকুর ডাঙা, বল্লভপুর ডাঙা, সরডাঙা, বালিপাড়ায় নজরে আসছে না কোনও রাজনৈতিক দলের দেওয়াল লিখন। আরও সহজ ভাবে বললে দেওয়াল লিখন করতে দেননি এখানকার বাসিন্দারা।

গ্রামের নান্দনিকতা ও কৃষ্টি যাতে নষ্ট যাতে না-হয় তার জন্যই এমনই এক সমবেত সিদ্ধান্ত। সঙ্গে তাঁরা এও জানিয়েছেন, যে যাকে ইচ্ছে ভোট দিক তবে গ্রামে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না রাজনীতি। সেই কারণেও দেওয়াল লিখনের ক্ষেত্রে এক অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে এই সব আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে। তবে প্রচারে আসার ক্ষেত্রে কোনও বাধা বা আপত্তি নেই বাসিন্দাদের।

*বিস্তারিত দুয়ের পাতায়*

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

**NAME CHANGE**

I **Munni Kumari Shriwastav** hereby declare that I have changed my name to **Munni Shrivastav** therefore, now and in the future I should be known and recognized by my new name Munni Shrivastav.

PAN : **AMAPS1545A**

**নাম পরিবর্তন**

আমি সুদীপা ভট্টাচার্য্য, পিতা অরবিন্দ নাথ ভট্টাচার্য্য, স্বামী উৎপল বিশ্বাস, ঠিকানা ২ই, ১১৬, সাউদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতা-এর এফিডেভিট নং ৯৯ তারিখ ২রা মে ২০২৪ দ্বারা বিনীতভাবে জানাচ্ছি যে সুদীপা বিশ্বাস (Nee ভট্টাচার্য্য) এবং/অথবা সুদীপা বিশ্বাস এবং/অথবা সুদীপা ভট্টাচার্য্য একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

# বিদায়ী সাংসদের মুখে ফের বাঁকসারা রেলগেট আন্ডারপাশের প্রতিশ্রুতি

## মানুষকে গাজরের টোপ দিচ্ছেন অভিযোগ রথীনের

**রাজীব মুখোপাধ্যায়**

**হাওড়া:** সকল হাওড়াবাসীর কাছে বাঁকসারা রেলগেট মানেই এক যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার নাম। প্রতিদিন ওই রেলগেট পার হতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। ব্যস্ত রাস্তার ওপর রয়েছে এই লেভেল ক্রসিং। কাজের দিনে সামান্য কিছুক্ষণ গেট বন্ধ থাকলেই এলাকাতে প্রবল যানজট তৈরি হয়। এতেই তিতিবিরক্ত দক্ষিণ হাওড়ার বাকসাড়ার বাসিন্দারা। স্কুল পড়ুয়া থেকে অফিস যাত্রীদের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এই লেভেল ক্রসিং। যদিও এই রেলগেট টপকেই নিত্যদিন যাতায়াত করতে হয় হাওড়া পুর নিগমের ৪০, ৪১, ৪৫ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। নিত্যদিন যাতায়াতকারী ভুক্তভোগী বাসিন্দাদের অভিযোগ, একবার গেট পড়লে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। সবচেয়ে সমস্যায় পড়েন রোগীরা। দীর্ঘদিন ধরেই অবিলম্বে এই রেলগেট থেকেওভারব্রিজ বা আন্ডারপাস তৈরির দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শাসক দলের পক্ষ থেকেও এখানে রেলগেট পার হওয়ার জন্য ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাস তৈরির কথা বলা হলেও সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। তাই রেলগেট পড়ে থাকলেই দুর্ভোগ সইতে হয় বাঁকসারার বাসিন্দাদের। প্রতিবছর ভোট এলেই আসে প্রতিশ্রুতি, আর ভোট মিটলেই যেমনকার তেমন, এটাই স্থানীদের অভিজ্ঞতা। যদিও ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর সদরের বিদায়ী সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করে বলেন, 'বাঁকসারা এলাকার ওই রেলগেট পার হতে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়। আমি দশবার চেষ্টা করেছি এই সমস্যার সমাধান করতে। আর এই আন্ডারপাস যদি করা যেত তাহলে কোভিডে এক লক্ষ মানুষ মারা যেত না। ওখানে এসে রোগী দাঁড়িয়ে থাকতো, পার করা যেত না। যদিও সেখান থেকে এটা আমরা বের করে আনতে পেরেছি। একটা প্রশ্ন আমাকে করতে দেওয়া হয়নি। যখনই প্রশ্ন করতে গেছি, তখনই বলেছে চলে যান। এটা নিয়ে পরে কথা বলব।'

যদিও সম্প্রতি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ফের ওই রেলগেট নিয়ে দাবি করে বলেন, আমি সাত বছর চেষ্টা করেও পারিনি। তবে এবার ভারত সরকার বলেছে নির্বাচনের পর এই আন্ডারপাস হবে। এই কারণে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে। এছাড়াও বিদায়ী সাংসদের দাবি, আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি, আপনারা যদি না পারেন তাহলে ওই জায়গাটা আমাদের দিয়ে দিন। আমরা তৈরি করব। এরপর তারা জানিয়েছে নির্বাচন শেষ হলে এটা নিয়ে কথা বলতে। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর কেউ করেনি। আমরা এটা করছি।

যদিও বিদায়ী সাংসদের বক্তব্যে আস্থা রাখতে রাজি নন স্থানীয় বাসিন্দা অশোকতরু ঘোষ। তিনি বলেন, 'এই সমস্যা আজকের না, দীর্ঘ ৪০-৪৫ বছর ধরেই চলে আসছে। এই রেলগেট একবার পড়লে দীর্ঘ এক থেকে দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। অনেক সময় খোলা রেল গেট থাকলেও লাইনে কোনো ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে থাকে বগি সেট করার জন্য। সেক্ষত্রে গেটম্যানকে অনুরোধ করলে সে আবার তার অফিসে জানিয়ে সেখান থেকে চাবি নিয়ে এসে গেট চালু করার কাজ করে। এখানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে। আর এর জেরে ভুগতে হয় স্কুল পড়ুয়া থেকে অ্যাম্বুল্যান্স সহ রোগীদের। এখান থেকে এক নম্বরের প্লাটফর্মে যেতে হলে অনেকটা হেঁটে যেতে হয়। তাই গেট পড়ে থাকলে প্রখর রোদে গাছের ছাওয়াতে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। বহু মানুষ এই রেলগেটের জন্য ট্রেন ধরতে পারে না। কিছুদিন আগে শুনেছিলাম এখানে আন্ডারপাস করা হবে, তার কিছুই হয় নি। তাই না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করি না।'

একই অভিজ্ঞতা অপর এক বাসিন্দা সুনীল রয় অভিযোগ করে বলেন, 'এই সমস্যা সেই বাম আমল থেকে। যার আজও কোনো সমাধান করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, তা প্রতিশ্রুতিই থেকে গেছে।' যদিও গোটা বিষয়টি অবহেলা করা হয়েছে বলেই দাবি করেন হাওড়ার বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'যে কোনো প্রান্তিক টার্মিনালের কাছে রেলগেট থাকে সেখানে ট্রেনের চাপ বেশি থাকে। তাই বাঁকসারার এই রেল গেটের ক্রসিং-এ মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়, রেলের ওভারব্রিজ না থাকার কারণে। বাঁকসারা, জানাগেট প্রতিটা ক্ষেত্রে বারো বছরে উড়ালপুল হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। বারো বছরে জনসংখ্যা ও তার চাপ বেড়েছে, কমেছে জমির পরিমান। সাংসদ ও পুর নিগমের মধ্যে পারস্পরিক সক্ষ্যতার মাধ্যমেই কাজ হওয়ার কথা। এখানে তো সাংসদ ও প্রাক্তন মেয়র একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।'

যদিও এই বিষয়ে বিদায়ী সাংসদের দাবিকে গাজরের টোপ ঝোলানোর মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ এনেছেন গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী হাওড়ার প্রাক্তন মহা নাগরিক রথীন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'শুধু বাঁকসারা নয়, রামরাজতলা, বালি, অংকুরহাটি সহ একাধিক স্থানে ফ্লাইওভার প্রয়োজন। এটা কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিতভাবে করার কাজ। আর সেটার জন্য অগ্রণী ভূমিকা যার নেওয়ার কথা তিনি এই বিষয়ে ব্যর্থ। তিনি মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলছেন, যে পরের বার এলে তিনি কি কাজ করবেন। প্রতি নির্বাচনেই তিনি একই কথা বলেন, সেটা করেন না। নির্বাচনের আগেও বলেছিলেন, আবার এই বারেও ওই একই কাজ করছেন। মানুষের সামনে গাজর ঝুলিয়ে মিথ্যা কথা বলছেন। উনি কিছু করবেন না। উনি হাওড়ার বিষয় নিয়ে সংসদে সরব হননি, তাই এটাও হয়নি।'

# ব্যাংক গ্রাহকদের লোনের টাকা তছরুপের অভিযোগ, গ্রেপ্তার এক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বেসরকারি ব্যাংকের এক কর্মীর বিরুদ্ধে গ্রাহকদের পরিশোধ করা লোনের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল। স্থানীয় সূত্রে খবর, বেসরকারি ব্যাংকের এক কর্মী কৌশিক পাড়ুই গ্রাহকদের পরিশোধ করা লোনের টাকা সহ লোনের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বলেই অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার আন্দুল পূর্বপারার বেসরকারি ব্যাংকের শাখাতে। ঘটনার কথা চাউর হতেই ব্যাংকের ওই শাখার সামনে শনিবার রাত ৯ টার সময় লোকজন জমায়েত হয়ে দোষীর গ্রেপ্তারের দাবি জানান। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। ব্যাংকের গ্রাহকদের অভিযোগ বেসরকারি ব্যাংকের ওই কর্মী গ্রাহকদের লোন পরিশোধের টাকা তছরুপ করেছে। বিষয়টি সামনে আসতে শোরগোল পড়ে যায়। ওই ব্যাংকের গ্রাহক ও স্থানীয় বাসিন্দা শেখ নাজিম বলেন, তিনি ৮ মাস আগে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা ওই ব্যাংকের কর্মচারী কৌশিক পাড়ুইকে দিয়ে ছিলেন লোন পরিশোধের জন্য। সেই টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমাই করেনি, উল্টে ৫ লক্ষ টাকার লোন তার নামে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। সেই কাগজ হাতে পেলেও লোনের টাকা হাতে পাননি। সেই ৫ লক্ষ টাকার লোন পাশ হওয়ার যে কাগজ তিনি পেয়েছেন সেটিও ভুয়ো, বিষয়টি শুক্রবার ওই ব্যাংকের এরিয়া ম্যানেজার ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর প্রকাশ্যে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জনের মতো গ্রাহকদের লোন পরিশোধ এর টাকা তছরুপ করার ঘটনা ঘটানো হয়েছে। কৌশিক পাড়ুই-এর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এর ভিত্তিতে সাঁকরাইল থানার পুলিশ তাকে আটক করে নিয়ে যান, পরবর্তীতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও সাংবাদিকদের তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি এই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি। গ্রাহকদের সঙ্গে যে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা দুর্নীতি হয়েছে তা ওই ব্যাংকের এরিয়া ম্যানাজার স্বীকার করেছেন। প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকার মতো তছরুপ হয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে। যদিও যে সকল ব্যাংকের গ্রাহকরা ওই কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করছেন তাদের একটাই দাবি যে টাকা দুর্নীতি হয়েছে তাদের ফেরত দিতে হবে। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে যথেষ্টই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সাঁকরাইলের পূর্ব পাড়া এলাকাতে।

# ভাটপাড়ার বামপন্থী ক্লাব গোলঘর যুবকবৃন্দের সদস্যরা যোগ দিলেন বিজেপিতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অতি প্রাচীন ক্লাব গোলঘর যুবক বৃন্দ। ক্লাবটি আগাগোড়াই বামপন্থী ঘরানার। যদিও বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে যুবক বৃন্দের সম্পর্ক ভালোই ছিল। রবিবার রাতে যুবক বৃন্দের সদস্যরা বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাদের হাতে পদ্ম পতাকা তুলে দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। যোগদান নিয়ে অর্জুন সিং বলেন, বহু পুরানো ক্লাব গোলঘর যুবক বৃন্দ। বামপন্থী ঘরানার হলেও ওই ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। নরেন্দ্র মোদির ওপর আস্থা রেখে ক্লাব সদস্যরা বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাঁর দাবি, বাংলায় ভাঙন ধরেছে। আগামীদিনে বাংলার মানুষ আরও অনেক চমক দেখতে পাবেন। বিজেপিতে যোগ দিয়ে ক্লাব সদস্য অসীম দাস বলেন, নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে দেশে পরিবর্তন এসেছে। এবার বাংলায় পরিবর্তন দরকার। তাই অর্জুন দা'র হাত ধরে সকলে বিজেপিতে যোগ দিলাম।

*নতুন ছবি 'জলি এলএলবি ৩'-এর শুটিং শুরু করেছেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার। পুষ্করে চলছে সেই ছবির শুটিং চলছে। ব্যস্ত শিডিউলের মাঝেই সেখানকার ঐতিহাসিক ব্রহ্মা মন্দিরে পুজো দিলেন অক্ষয়।*

## বাইক-ট্যাক্সির সম্ভাবনার শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ, জানাল কেপিএমজি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ২০২৩ সালে বাইক ট্যাক্সিতে আনুমানিক ট্রিপ হয়েছে ৩১৮ মিলিয়ন অর্থাৎ ৩১ কোটি ৮০ লক্ষ। কেপিএমজির তরফে 'আনলকিং দ্য পোটেনশিয়াল অফ বাইক ট্যাক্সিস'-এই শীর্ষকে এমন তথ্যই তুলে ধরা হয়েছে। কেপিএমজি-র এই প্রতিবেদনে এও জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ বাইক-ট্যাক্সি এবং বাণিজ্যিক দ্বি-চাকা সবথেকে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার পিছনে যে কারণ রয়েছে তা হল পশ্চিমবঙ্গে বাইক -ট্যাক্সি নীতি এবং এখানকার পরিবেশ।

Call : 98306-94601 / 90518-21054

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ৬ ই মে । ২৩ শে বৈশাখ, সোমবার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্রর ও বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** সম্ভাবনা। ব্যাবসায়ী অধ্যাপক চিকিৎসক ব্যাবসায়ীদের জন্য অতীব শুভ দিন। কোনো প্রতিষ্ঠিত পুরুষ বা মহিলা দ্বারা কিছু সুযোগ বৃদ্ধি। ভাগ্য প্রবর্তনশীল চাকরি ছাড়বেন ভাবছেন, বাবসাতে শুভ হবে। তবে গ্রহ অবস্থান দেখে নিয়ে কাজ করুন। বৃহস্পতি বুধ অনুকূলে আছে। আজ জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রবল।

**বৃষ রাশি :** আজ একটু বেগ পেতে হবে। দিনটি কষ্টকর। কর্ম ক্ষেত্রে আপনার বস আপনার ওপর সন্তুষ্ট নয়। বিবাহিত জীবন আজ সুখকর নয়। গুপ্ত কথা প্রকাশে আস্তে পারে। যে মহিলাকে আপন করতে চাইছেন তিনি কি আপনার সত্যি করের আপন। কষ্টসহিষ্ণুতা আপনার একটি মহৎ গুন। একটু ধৈর্য ধরুন সময় আসবে।

**মিথুন রাশি :** আপনার উদারতা এবং পরদুঃখ কাতরতা আজ আপনাকে সম্মান পাইয়ে দেবে। প্রতিপত্তি বিস্তার হবে, নাম, যশ বৃদ্ধি হবে। যারা প্রশাসন বিভাগে কাজ করছেন তারা মন কে স্থির করুন আজ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হবে বিশেষ লাভ পাবেন।

**কর্কট রাশি :** আজ আপনার অদ্ভুত খেয়ালের জন্য সম্মান প্রাপ্তি নিশ্চিত। অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতা, ভাবপ্রবণতা, দ্বারা সকলের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ হবে। যে মানুষরা আপনার সান্নিধ্য পেতে চায়ে তাদের থেকে আজ শুভত্ব প্রাপ্তি হবে। প্রতিষ্ঠা এবং সুনাম পাওয়ার নেশা আজ আপনার মধ্যে কিছু ভালো তৈরী করবে।

**সিংহ রাশি :** পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। আজ আপনার উদ্দীপনা, সাহসিকতা, সবার প্রশংসা কুড়োবে। বন্ধু ভাগ্য ভালো। আজ সহজেই বন্ধুত্ব লেভার দ্বারা শুভ হবে। আপনি যেমন বন্ধুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন আজ এই রকমই কয়েকজন বন্ধু আপনার পশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

**কন্যা রাশি :** ভবিষৎ সম্পর্কে আপনার উদাসীনতা আজ কোনো মানসিক দুঃখ দিতে পারে। ঠিকাদারি কাজে যারা আছেন আজ কোনো ক্ষতির সোমুখ হীন হতে পারেন। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন।

**তুলা রাশি :** শিক্ষক উপদেষ্টা সরকারি বেসরকারি কর্মচারী দের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আটকে থাকা কোনো কাজ হটাৎ হয়ে পরবে। পরিবারে আপনার বুদ্ধির দ্বারা দীর্ঘদিনের আটকে থাকা জট আজ খ লতে পারে। নিখুঁত ভাবে কাজ করার জন্য আজ আপনার সম্মান বৃদ্ধ হবে কর্মক্ষেত্রে।

**বৃশ্চিক রাশি :** কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যের গাফিলতিও করলেও আজ এমনি এক শুভ দিন ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ আজ আপনার প্রশংসা করবে। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে না রেখে আজ গুপ্তত শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবেন। আয়কর বিক্রয়কর সামাজিক বিবাদের কাজ শস্য জাতীয় বিভাগের কাজের আজ আর্থিক লাভ নিশ্চিত। যারা কারিগরি বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করছেন তাদের আজ শুভ দিন।

**ধনু রাশি :** বৃহস্পতির কৃপা পাবেন আজকে। উদারতা ও ক্ষমা আপনার এই দুই মহৎ গুনের জন্য আজ আপনি সম্মান পাবেন। সমাজ সেবায় সুনাম হবে। কোনো রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। সাহিত্য চর্চা, ও স্টেশনারি দোকান যাদের আছে তাদের আজ শুভ হবে।

**মকর রাশি :** আজ পরিবার পরিজন থেকে ছোট ঘটনা নিয়ে বড়ধরণের বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দেব দেবীর মন্দিরে না গিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। শশুর তৃতীয় ব্যাক্তি দ্বারা আজ মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। মন সন্দেযুক্ত হওয়ার কারণে যার উপর সন্দেহ করছেন তিনি কিন্তু সন্দেহের উর্ধে। বিশ্রাম নিন তবে অতি বিশ্রামে শরীর নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

**কুম্ভ রাশি :** ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। নৈরাশ হতাশা কেটে সন্তান এবং পরিবারের সদসদের ব্যাবহারে আনন্দ বৃদ্ধি। যেহেতু শুভ দিন সেহেতু আজ কিছু বড়ো কাজ করবেন ভেবেছিলেন সেটি শুরু করতে পারেন। শশুর বাড়ির কোনো বয়স্ক সদস্যের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। ফোন, ফ্যাক্স দ্বারা কোনো যোগাযোগে অর্থ বৃদ্ধি নিশ্চিত।

**মীন রাশি :** পরিবারে বিতর্ক বিবাদ বিসংবাদ চলবে। ধৈর্য সহ পিত মাতার কথা শুনলে সমস্যার পথ বেরোবে। বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো স্পিরিচুয়াল গুরুর বাককে সমর্থ করার জন্য লাভ প্রাপ্তি। সন্তানেই সফলত্যে আনন্দ প্রাপ্তি। গুপ্ত শত্রুর মোকাবিলা করে রুখে দিতে পারবেন। সিংহ, কন্যা, ও কুম্ভ রাশির জাতক থেকে সতর্কপ থাকুন। ধৈর্য ধরলে পরিবার থেকে বড়ো রকমের সমস্যা থেকে মুক্তি।

**(শুভ কর্ম। ঔষধ সেবন। ক্রয় বানিজ্য। গাত্র হরিদ্রা। দেবতা গঠন। হলপ্রবাহ।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# হাওড়াতে পূর্ব রেলের জল শোধনাগার তৈরির উদ্যোগ

## দৈনিক ৬ লক্ষাধিক যাত্রীদের পরিশ্রুত পানীয় জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** যাত্রীদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের যোগান নিশ্চিত করার জন্য তীব্র গ্রীষ্মের গরমের সময় পূর্ব রেলের প্রচেষ্টায় পরিশ্রুত পানীয় জল শোধনাগারে পরিকল্পনা রেলের। এর মাধ্যমে পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য এই উদ্যোগ বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রেলের বগি, হাসপাতাল, অফিস এবং রেলওয়ে কলোনি সহ হাওড়া স্টেশনে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দৈনিক ২.৫ লক্ষ গ্যালন পরিশ্রুত পানীয় জল শোধনের মাধ্যমে ৬.২৬ লক্ষ যাত্রীদের তৃষ্ণা নিবারণ করা সম্ভব হবে।

গঙ্গা নদী থেকে অপরিশোধিত জল এনে তাকে পরিশুদ্ধ করে রেলের বগি, হাসপাতাল, অফিস, উপনিবেশ এবং পাম্প স্টেশন সহ বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের প্রক্রিয়ার মান এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এই উদ্যোগ বলেই পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

প্রাথমিকভাবে, একটি ফ্লাক্স মিক্সার ব্যবহার করে কাঁচা জল নদী থেকে ক্লারিফ্লোকুলেটরে পরিবহন করা হয়। এখানে, যান্ত্রিক আন্দোলনকারীরা পানীয় জলের জন্য ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস)-এর সুপারিশ অনুসরণ করে প্রিক্লোরিনেশন এবং অ্যালুমিনিয়াম-ফেরিক মেশায়। ক্লারিফ্লোকুলেটরে জমাট বাঁধা এবং ফ্লোকুলেশন প্রক্রিয়ার ফলে কণাগুলি স্থির হয়, যা পরে যান্ত্রিকভাবে স্লাজ হিসাবে সরানো হয়।

পরিষ্কার করা জল বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা ফিল্টার বিছানায় টানা হয়, যেখানে এটি মোটা এবং নুড়ি বালির একাধিক স্তরের মাধ্যমে আরও পরিস্রাবণ করে। পরবর্তীকালে, ফিল্টার করা জল বিশাল জলাধারে সংরক্ষণ করা হয় এবং ব্যবহারের পয়েন্টগুলিতে পাঠানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় ক্লোরিনেশন-পরবর্তী দুটি পর্যায় অন্তর্ভুক্ত থাকে যাতে জল ব্যবহারের জন্য নিরাপদ থাকে। প্রদত্ত জলের উচ্চ গুণমান বজায় রাখার জন্য, কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড হাইজিন দ্বারা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক এবং ব্যাকটেরিয়া পরীক্ষা, সেই সঙ্গে হু'র নির্দেশিকা অনুসারে অবশিষ্ট ক্লোরিন স্তর পর্যালোচনা করা। পূর্ব রেল গ্রাহকদের জন্য উচ্চ মানের জলের ব্যবস্থা করতে এই মানগুলি বজায় রাখতে সদা সজাগ রয়েছে।

# বোলপুরে পদ্ম-জোড়াফুল দুই শিবিরেই কাঁটা অন্তর্কলহ

প্রথম পাতার পর...

এদিকে বোলপুরের রাজনৈতিক ছবিটা কিছুটা হলেও বদলেছে গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অনুব্রত না থাকায়। তাঁর অনুপস্থিতিতে বীরভূমে নির্বাচনী লড়াই মূলত তৃণমূল এবং বিজেপি-র মধ্যে। অনুব্রতর অনুপস্থিতিতি বিজেপি মাথা চাড়া দিলেও দলের প্রার্থীকে ঘিরে অসন্তোষ রয়েছে বিজেপির অন্দরে। আর তা সামনে এসেছে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে পড়া পোস্টারে। বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে বাছা হয়েছে পিয়া সাহাকে। আর এই পিয়াকে নিয়েই আপত্তি গেরুয়া শিবিরের একাংশের মধ্যে। পিয়াকে প্রার্থী হিসেবে মেনে নেওয়া হবে না বলে পড়ে পোস্টার। যেখানে স্লোগান উঠেছে 'পিয়া সাহা হটাও বিজেপি বাঁচাও'। পিয়াকে বিজেপি প্রার্থী করার পর তাঁকে দুর্বল, বহিরাগত বলেও মন্তব্য করেন কেউ কেউ। সঙ্গে এও বলা হয়, এককথায় তৃণমূলকে এই সিটটিতে ওয়াকওভার দেওয়া হল। সঙ্গে তাঁদের এও ধারনা, বহিরাগত, দুর্বল প্রার্থী পিয়া নির্বাচনে হারবেন এক বিরাট ব্যবধানে। এদিকে এই পোস্টারের ব্যাপারে বিজেপির তরফ থেকে তৃণমূলের দিকে আঙুল তোলা হলেও, বিরোধী শিবিরের দাবি গোটাটাই বিজেপি-র অন্তর্দ্বন্দ্ব। এদিকে পোস্টার নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ পিয়া। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে পিয়ার বিরুদ্ধে এই পোস্টার ঘিরে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন অনেকেই।

অন্যদিকে, বিদায়ী সাংসদ অসিত মালের ওপরেই ভরসা রেখেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এদিকে পাঁচ বছর আগের নির্বাচনী আবহের সঙ্গে এবারের নির্বাচনী আবহের বিস্তর তফাৎ। কেষ্ট-হীন এই নির্বাচনে গত পাঁচ বছরের রিপোর্ট কার্ডই যে ভোটে জেতার অন্যতম চাবিকাঠি হবে, সেটা অজানা নয় অসিত মালের। তাই তিনি প্রচারে তুলে ধরছেন বোলপুরের উন্নয়নের খতিয়ান। বলছেন, 'আমি আমার সাংসদ তহবিলের টাকায় জেসিবি মেশিন, জল প্রকল্প, রাস্তা, অ্যাম্বুল্যান্স, পথবাতি, কালভার্ট প্রভৃতি করে দিয়েছি। আগামীতেও করব।' পাশাপাশি তিনি সামনে তুলে ধরেছেন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথাও।

যদিও সাংসদের উন্নয়নের দাবির সঙ্গে এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি মেলাতে পারছেন না স্থানীয় বাসিন্দারাই। অধিকাংশই এই সাংসদকে ব্যর্থ তকমা দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। সঙ্গে অকপটে এও জানিয়েছেন, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পর আর কোনও সাংসদ বোলপুরের জন্য তেমন কিছু করেননি। সঙ্গে তাঁদের অনেককে এও বলতে শোনা গিয়েছে, অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ তাই দাঁড় করানো হয়েছে, জিতেছেন উনি। নতুন কাজ বলতে নীল-সাদা রং হয়েছে। বোলপুরের প্রত্যন্ত অংশে যাঁরা থাকেন, তাঁদের অনেকে তো আবার অসিত মালকে চোখেই দেখেননি। ভোটের সময় ওই পোস্টারেই দেখা। তাঁদের অভিযোগ, কিছুই কাজ করেননি অসিতবাবু। তাই ওঁর থেকে কিছুই আশাও করছেন না তাঁরা।

এদিকে বোলপুরবাসীদের বঞ্চনার তালিকা দীর্ঘ। সংস্কৃতির শহর হিসাবে পরিচিত হলেও বোলপুরে আধুনিক জাতীয় মানের কোনও লাইব্রেরি নেই। গ্রীষ্মকালে তীব্র গরমে গ্রামাঞ্চলে মেলে না পর্যাপ্ত পানীয় জল। নিকাশি ব্যবস্থা এককথায় দুর্বিষহ। বোলপুর শহরে রাস্তাঘাটও বেহাল। নেই ফ্লাইওভার। ফলে প্রায়ই ব্যাপক যানজটের মুখে পড়তে হয় স্থানীয়দের। এদিকে বোলপুর পর্যটনের জন্য বিখ্যাত হলেও ধুঁকছে বল্লভপুর অভয়ারণ্য। তার সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেউ কিছু করেননি। বিশ্বভারতীর জন্য কোন কিছুই কেউ করেননি কোনওদিন। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য খ্যাত শান্তিনিকেতন অথচ সেখানে শিল্প হাব নেই। কেতুগ্রামে নেই স্বাস্থ্য পরিকাঠামো। ফলে একটু বড় সমস্যা হলেই রোগীদের ৩০ থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে বোলপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল বা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। অজয় নদ থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলার ফলে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত। ফলে নানুর, মঙ্গলকোট, আউসগ্রাম এলাকার মানুষ বন্যার আতঙ্কে দিন কাটান। আর এই বালি ভর্তি ট্রাক, লরি যাতায়াতে গ্রামের রাস্তা বেহাল। এই পাওয়া না-পাওয়ার লম্বা লিস্টের মাঝেও জনতা জনার্দনের মনের কাছাকাছি যিনি পৌঁছতে পারবেন তাঁর হাতেই বোলপুরবাসী তুলে দেবেন পরবর্তী পাঁচ বছরের দায়িত্ব।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৬ মে ২০২৪ ২৩ বৈশাখ ১৪৩১ সোমবার

# সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের উপর মানসিক চাপ, ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার দেহ

## অভিযুক্ত ২ দিদির ওপর চড়াও হলেন স্থানীয়রা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন:** সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা। তারই জেরে প্রাণ গেল নিউটাউনের গোবিন্দ নগরের দ্বিতীয় লেনের বাসিন্দা আশিস রায়ের। সূত্রে খবর, ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় আশিসবাবুর মৃতদেহ। আর এই ঘটনায় অভিযোগের তির তাঁরই দুই দিদির দিকে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে প্রাথমিক ভাবে সামনে এসেছে নানা তথ্য। তবে সামগ্রিক ভাবে দুই দিদির তরফ থেকে যে আশিসবাবুর ওপর মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন চালানো হত তা স্পষ্ট। আর সেই কারণেই ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রবিবার তাঁরা ঘটনাস্থলে যেতেই তাঁদের ওপর খড়্গহস্ত হতে দেখা যায় স্থানীয়দের। দুই দিদির ওপর চড়াও হন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, নিউটাউন থানা এলাকার গোবিন্দ নগরের দ্বিতীয় লেনের বাসিন্দা আশিস রায়। পৈতৃক বাড়িতে একাই থাকতেন তিনি। সেই বাড়িতে একাধিক ভাড়াটেও থাকেন। আশিসের দুই দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা চলে যান। কিন্তু মাসের শেষে বাড়ি ভাড়ার টাকা নিতে আসতেন দিদিরা। অভিযোগ, সেই সময় ভাইয়ের উপর অত্যাচার করতেন তাঁরা। অভিযোগ, এক জামাই ওই ভাইকে বেল্ট দিয়ে প্রায় মারধর করত। স্থানীয় সূত্রে এ খবরও মিলেছে, আশিসের একসময় বিয়েও হয়েছিল। তবে সেই বউকেও অত্যাচার করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর তিনি মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ওই বাড়িতে আশিসবাবু একাই থাকতেন। দুই বোন তাঁকে খাবার দেওয়ার জন্য একজনকে রাখেন। জানা গিয়েছে, শুক্রবার আশিসকে খাবার দিতে এসে ডাকাডাকি করার পরও দরজা খোলেননি কেউ। যিনি খাবার দিতে এসেছিলেন, তিনি খাবার দরজার সামনে রেখে চলে যান। রবিবার সকালে এসে ফের ডাকাডাকি করলেও দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় তাঁর। এলাকার বাসিন্দাদের খবর দেওয়া হলে তাঁরা সেখানে পৌঁছে দরজা খুলে দেখেন খাটের উপরে পড়ে রয়েছে আশিসের নিথর দেহ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, যে ঘরের মধ্যে থাকতেন আশিস, সেখানে যে পাখা লাগানো ছিল সেই পাখার তার কাটা। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। খবর দেওয়া হয় নিউটাউন থানায়। এদিকে এই ঘটনায় এলাকাবাসীর অভিযোগ, সম্পত্তি হাতানোর লোভেই ভাইকে এভাবে খুন করেছে দিদিরা। নিউটাউন থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

# বর্ষা দক্ষিণবঙ্গের দুয়ারে

## আজ হতে পারে কালবৈশাখী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বিগত কয়েক সপ্তাহের তীব্র দাবদাহের পর রবিবার এক স্বস্তির খবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সোমবার বিকালের দিকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় কালবৈশাখী হতে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে। সোমবার কলকাতাতেও কালবৈশাখীর সম্ভাবনা থাকছে। সঙ্গে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে, সর্তকতা আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। উপকূলের জেলাগুলিতে সোমবার থেকে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। মৎস্যজীবীদের সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, সোমবার থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব ক'টি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে কখনও ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে, কখনও ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা থাকছে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরের সব জেলায় রবিবার থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, রবিবার কলকাতার আলিপুরে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তিন সপ্তাহ পেরিয়ে (২২ দিন পর) শহর কলকাতার তাপমাত্রার পারদ নামল ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। যদিও রবিবারে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের দাপট ছিল যথেষ্ট।

এমন আবহাওয়ার কারণ হিসেবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সাইক্লোনিক সার্কুলেশন ঘনিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন এলাকায়। যা পশ্চিম অসম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। সমুদ্রতল থেকে ০.৯ কিমি পর্যন্ত এই ঘূর্ণাবর্তটি বিস্তৃত রয়েছে। উত্তর পূর্ব অসমের ও তার আশপাশে সমুদ্রতল থেকে ১.৫ কিমি পর্যন্ত এটি বিস্তৃত রয়েছে। এই কারণে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু।

প্রসঙ্গত, এপ্রিলের শুরু থেকেই দহন জ্বালায় জ্বলেছে গোটা বঙ্গ। কলাইকুণ্ডা, পানাগড়ের তাপমাত্রা তো ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গন্ডিও পার করে ফেলেছে। কলকাতায় উঠেছে ৪৩ ডিগ্রি। বৃষ্টির দেখা তো নেই, উল্টে লাগাতার তাপপ্রবাহের সম্মুখীন হয়েছে গোটা রাজ্য। এ অবস্থায় বৃষ্টির অপেক্ষা চলছিলই। রবিবার সুখবর শোনালেও মে মাসের মাঝামাঝি থেকে ফের পারার গ্রাফ উর্ধ্বমুখী থাকবে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

# 'ভুল বুঝছে মানুষ', নির্বাচনী আবহে বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে সরব শাসকদলের কাউন্সিলররা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** প্রচণ্ড গরমে গত ১৫ দিন ধরে প্রায় প্রতিদিনই বিদ্যুৎ সংযোগ মাঝেমধ্যেই বিচ্ছিন্ন হতে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ কলকাতা ও শহরতলির বেশ কিছু এলাকায়। বিদ্যুৎ থাকলেও ভোল্টেজ থাকছে খুবই কম। লো ভোল্টেজের কারণে চলছে না পুরসভার জলের পাম্প। বিদ্যুৎ সরবরাহের এই সমস্যা লোকসভা নির্বাচনের আবহে এই সব এলাকার বাসিন্দাদের প্রশ্নের মুখে ফেলছে বলে অভিযোগ কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলরদের একাংশের। এদিকে লোকসভা নির্বাচনের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে শুক্রবার বৈঠক ডেকেছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেখানেই এই সমস্যার কথা প্রথম তুলে ধরেন পুরসভার মুখ্য সচেতক, ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত। তাঁকে সমর্থন করেন দক্ষিণ কলকাতা ও সংযোজিত এলাকার বেশ কয়েক জন কাউন্সিলর। পুরসভা সূত্রের খবর, গত রবিবার ২৮ এপ্রিল বাঘাযতীন এলাকার কিছু তল্লাটে ভোল্টেজের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, পুরসভার পাম্প চালানো সম্ভব হয়নি। বাঘাযতীন জি ব্লকে পুরসভার গাড়িতে করে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। স্থানীয় কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য বলছেন, 'গত ১৫ দিন ধরে ওয়ার্ডের কিছু জায়গায় ভোল্টেজ যেমন কম থাকছে, তেমনই দিনে ১০ বার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনাও ঘটছে।' তাঁর বক্তব্য, 'অন্যের ভুলের জন্য আমাদের ভুল বুঝছেন বাসিন্দারা। এটা হতে দেওয়া যায় না।' কলকাতা পুরসভার ১১ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'টালিগঞ্জ, যাদবপুর, পাটুলির অনেকটা জায়গা জুড়ে লো ভোল্টেজের কারণে বাসিন্দারা আমাদের কাছে ক্ষোভ জানাচ্ছেন।' নিউ আলিপুর এলাকার কাউন্সিলর জুঁই মজুমদার বিশ্বাসের বক্তব্য, 'সাহাপুর-সহ কয়েকটি জায়গায় লোডশেডিং হচ্ছে। তবে আমার কাছে খবর এলেই দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করছি।' ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তপন দাশগুপ্ত বলেন, 'আজাদগড়, গল্ফ গ্রিন এলাকায় মাঝেমধ্যেই লোডশেডিং হচ্ছে। তবে সেটা কম সময়ের জন্য। কিন্তু রাত সাড়ে ১১টা থেকে ভোর পর্যন্ত ভোল্টেজ কম থাকছে, এমন অভিযোগ অনেকের কাছ থেকে পাচ্ছি।' এদিকে উত্তর কলকাতার মুরারিপুকুরেও একই ছবি। তবে বেশ কয়েক জন কাউন্সিলর অবশ্য জানান, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে সেখানে জেনারেটর চালু করে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা হচ্ছে সিইএসসি-র তরফে। এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, 'শহরের সর্বত্র যাতে ভোল্টেজ ঠিক থাকে এবং লোডশেডিং না-হয়, সে জন্য সিইএসসি-কে অনুরোধ করেছি।

# কেষ্টপুরে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের দেহ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার সাত সকালে কেষ্টপুরের হরিচাঁদপল্লি লোয়ার বাগজোলা খালে উদ্ধার হল অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের দেহ। নির্বাচনী আবহ এখন বঙ্গে। উত্তরবঙ্গের পরই এবার ভোট পর্ব শুরু দক্ষিণবঙ্গে। আর এই নির্বাচনী ইস্যুতে কলকাতাতেও চলছে ঝাড়াই পোছাইয়ের পালা। চলছে পরিষেবামূলক কাজও। যার অঙ্গ হিসেবে কেষ্টপুরের খালের আবর্জনা সাফাইয়েরও কাজ চলছে। সেই কাজ করতে গিয়েই জেসিবি দিয়ে কেষ্টপুরের খাল সাফাইয়ের কাজ চলছিল রবিবার। তখনই একটা ভিজা জামা চোখে পড়ে সাফাইকর্মীদের। ভালো করে নজর করতেই দেখা যায় এক যুবকের দেহ উল্টে পড়ে রয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে জেসিবি দিয়ে আবর্জনা পরিষ্কারের সময় হঠাৎ করেই মাঝবয়সি যুবকের দেহ দেখতে পান কর্মীরা। খবর চাউর হতেই এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই যুবকের দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে এলাকার কেউ তাঁকে চিনতে পারেননি। এরপরই খবর যায় বাগুইআটি থানায়। পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, অন্যত্র খুন করে দেহ এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত পুলিশ স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয় বলেই জানানো হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে।**

উত্তর কলকাতার কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদীপ ভট্টাচার্য রবিবাসরীয় প্রচার সারলেন হাতিবাগানের লাহা কলোনী মাঠ এলাকায়। ছবি: অদিতি সাহা

# ৪ জুন পার্থ ভৌমিকের মাথা খারাপ হয়ে যাবে, অর্জুনের নিশানায় তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আগামী ৪ জুন পার্থ ভৌমিকের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। রবিবার টিটাগড়ে এমনই মন্তব্য করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, বিজেপি প্রার্থী দাবি করেছেন, সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও আই প্যাককে দিয়ে বানানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের কটাক্ষ, অর্জুনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এদিন টিটাগড় পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের পীর ঘাট রোডের মুক্তেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়ে তৃণমূল প্রার্থীকে নিশানা করে অর্জুন সিং বলেন, ৪ জুন ভোটের ফল বেরোনোর দিন পার্থর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। মূলতঃ পীর ঘাট রোড অঞ্চলটি তেলেগু পরিবার বসবাস। তারা মুক্তেশ্বরী মাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন। জানা গেছে, টিটাগড় পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় ২৬২৬ টি তেলেগু পরিবার বসবাস করেন। তাদের আরাধ্য দেবী মুক্তেশ্বরী মা। অতি প্রাচীন মুক্তেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী বলেন, শিল্পাঞ্চলের টিটাগড়, শ্যামনগর-সহ জুটমিল অধ্যুষিত এলাকায় তেলেগু সম্প্রদায়ের বহু মানুষজন বসবাস করেন। তাদের আস্থার দেবীর কাছে পুজো দিয়ে অসুর শক্তি নাশের প্রার্থনা করলাম। সেই সঙ্গে মুক্তেশ্বরী মায়ের কাছ থেকে যুদ্ধ জয়ের জন্য আশীর্বাদও নিলাম।

সিঁথির কাঠগোলা এলাকায় রবিবার সকাল ৮টা নাগাদ একটি বাড়িতে আগুন লাগে। স্থানীয়দের অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুনটি লেগেছে। বাড়ির অ্যাসবেস্টসের ছাউনি ভেঙে পড়ে এবং গ্রিল কেটে বাড়ির চার বাসিন্দাকে বাইরে বের করা হয়। কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি। দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

# ভিডিও নিয়ে বিজেপিকে বিদ্ধ করে ফের স্বমহিমায় কুণাল

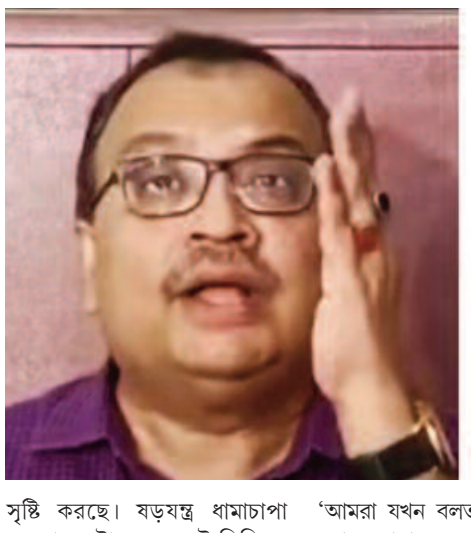

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শনিবার দলের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠকের পর ফের স্বমহিমায় কুণাল ঘোষ। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে একদিকে যেমন সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও নিয়ে বিজেপিকে একহাত নিলেন, অপরদিকে জানিয়েও দিলেন যে তিনি তৃণমূলেই আছেন। সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সংসদ এবং একজন কর্মী হিসেবে আমি বলতে চাই সন্দেশখালি নিয়ে এক ভয়ঙ্কর সত্য সামনে এসেছে। আমরা বারবার বলে এসেছি, এটা একটা ষড়যন্ত্র। অবশেষে এটা ফাঁস হয়েছে। এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা। সরকার বিরোধী চক্রান্ত। রাজ্যের সম্মান নিয়ে ছেলেখেলা করা হল। পুলিশ অবিলম্বে সুয়োমোটো মামলা রুজু করুক। কারণ, এখন এটা প্রমাণিত এটা একটা নাটক। গঙ্গাধর কয়াল এবং আরও যার যার নাম আছে, তাদের অবিলম্বে হেপাজতে নিতে হবে। কারণ যারা এই কথাগুলো বলেছে, তাদের উপর বিজেপি চাপ সৃষ্টি করছে। ষড়যন্ত্র ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই ভিডিওয় যাঁদের নাম নেওয়া হয়েছে তাঁদের জেরা করতে হবে। দেখতে হবে এই চক্রান্তের পেছনে কে রয়েছেন? এদিকে বারবার বলা হচ্ছে সিবিআই চাই। সিবিআই তো এদেরকে প্রটেকশন দেবে। চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে, তাই সিবিআই-র কাছে আশ্রয় চাইছে বিজেপি।'

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'আমরা যখন বলতাম এটা নাটক, তখন আমাদের সমালোচনা করা হত। আজ প্রমাণিত যে এটা নাটক। এটা বিজেপি করেছে। সিপিএম এবং কংগ্রেস ধুনো দিয়েছে তৃণমূলকে বদনাম করার জন্য। বাংলার মান সম্মান নিয়ে খেলেছে। বাংলার মা বোনেদের মান সম্মান নিয়ে খেলেছে। কিন্তু, এটা আমরা শুধু ভোট বলে দেখছি না। ওঁরা করেছে ভোটের জন্য। কত রকম ষড়যন্ত্র হতে পারে! টাকার খেলা রয়েছে এর মধ্যে। কত অস্ত্র লাগবে, এই সব ইস্যুও উঠে আসছে।'

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালি নিয়ে ৩২ মিনিট ৪৩ সেকেন্ডের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। তবে এই ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন'। ভিডিওটিতে গঙ্গাধর কয়াল দাবি করেছেন, সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর ধর্ষণের অভিযোগ সাজানো। বিজেপির এক শীর্ষ নেতার নামও তাঁর মুখে শোনা যায়। এই নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি।

প্রসঙ্গত, শনিবার দক্ষিণ কলকাতায় ডেরেক ও'ব্রায়েনের বাড়িতে প্রায় ঘণ্টাখানেক বৈঠক করেন তিন নেতা। বৈঠক শেষে কুণাল বলেন, 'বার বার বলেছি তৃণমূলে ছিলাম আছি, থাকব। তৃণমূলের পরিবারে আমার পদ থাকা না থাক আমি কর্মী সমর্থক হিসেবেই দলে থাকব। ব্রাত্য বসুর সঙ্গে ডেরেক ও'ব্রায়েনের কাছে এসেছিলাম। কিছু কথা হয়েছে। আমি সে সব বাইরে বলব না। তবে তৃণমূলে ছিলাম, তৃণমূলেই থাকব। আমি তৃণমূল পরিবারের গর্বিত সদস্য। আশা করি দলও ভালোবেসে, স্নেহ করে আমার উপরে আস্থা রাখবে।' এরপর রবিবার কুণালই ফের জানান, 'আমি দলের কর্মী ছিলাম, থাকব। সন্দেশখালির মতো এত বড় একটা স্পর্শকাতর ইস্যুতে আমি প্রথম থেকে যুক্ত ছিলাম বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করছি। কিন্তু আমি জানি কী করছি, কেন করেছি, সে বিষয়ে আমি কোনও উত্তর দেব না।'

# আই প্যাককে দিয়ে এসব করানো হচ্ছে

## সন্দেশখালির ভিডিও নিয়ে প্রতিক্রিয়া অর্জুনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** আই প্যাককে দিয়ে এসব করানো হচ্ছে। সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের। রবিবার সকালে কাঁকিনাড়ার পানপুর ধানকল মোড় থেকে কেউটিয়া ইটভাটা মোড় পর্যন্ত তিনি ভোট প্রচার করেন। প্রচার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও ইস্যু নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, আইপ্যাককে দিয়ে এসব করানো হচ্ছে। ভাইরাল ভিডিও পুরোটাই ফেক। তাঁর দাবি, সন্দেশখালির আন্দোলন ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আই প্যাককে দিয়ে ফেক ভিডিও বানানো হয়েছে। জনমানসে এর কোনও প্রভাব পড়বে না। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সন্দেশখালিতে মা-বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছেলেখেলা করা হয়েছে। সেই ঘটনা কোনওভাবেই ধামাচাপা দেওয়া যাবে না। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জি মা-বোনদের সম্মানকে কলুষিত করছেন। ক্ষমতায় থাকার জন্য বাংলার যত ক্ষতি করার উনি করবেন। প্রসঙ্গত, এদিন প্রচারে বেরিয়ে রাস্তার ধারে থাকা দেশনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তিতে তিনি মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

## সম্পাদকীয়

# মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস বাদ দিলে মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে একটা প্রজন্ম অজ্ঞ হয়ে থাকবে

ইতিহাস যে চলমান বর্তমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তা অনস্বীকার্য। অথচ, সেই ইতিহাসকেই বদলে দিতে বদ্ধপরিকর বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যক্রম থেকে মোগল ইতিহাসের পর্ব বাদ দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, পাঠ্যক্রম থেকে বাদ পড়ছে শিল্পবিপ্লব, গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদ, বিভিন্ন সংগ্রাম ও আন্দোলন, গণতন্ত্রের বিপদ-সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নতুন ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকেই পাঠ্যের এই বদল কার্যকর হলেও, বস্তুত এর আগে এনসিইআরটি ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশের ২০২২-২৩'এর পাঠ্যক্রম থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ দিয়েছে। এর ফলে সিবিএসই-সহ সব শিক্ষা পর্ষদকেই সেই অনুসারে পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন করতে গিয়ে বাদ দিতে হয়েছে মোগলদের সম্পর্কিত অধ্যায়। পাশাপাশি, একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই থিমস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে 'সেন্ট্রাল ইসলামিক ল্যান্ডস', 'কনফ্রন্টেশন অব কালচারস', 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন' ইত্যাদি অধ্যায়। সেই সঙ্গেই মোগল সম্রাটদের নানা কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল এই অধ্যায়ে। তাঁদের শাসনকালের নানা নথিপত্র, রাজধানী, তাঁদের উপাধি-সহ নানা দিকের উল্লেখ ছিল সেখানে। এই সময়ে স্থাপত্য, শিল্পবিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, বস্ত্রশিল্পের বিস্তর উন্নতি হয়, যার নিদর্শন আজও মুগ্ধ করে যায়। শুধু তা-ই নয়, এই সময়ে সংস্কৃত, আরবি, গ্রিক প্রভৃতি ভাষায় রচিত বহু কাব্যগ্রন্থ ফারসিতে অনূদিত হয়। রামায়ণের ফারসি অনুবাদ করেন বদাউনি। ফৈজিকৃত মহাভারতের অনুবাদ গ্রন্থ রজমনামা সে যুগের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এ ছাড়া মহম্মদ শাহাবাদি, ফৈজি ও হাজি ইব্রাহিম যথাক্রমে কাশ্মীরের ইতিহাস, লীলাবতী ও অথর্ববেদ ফারসিতে অনুবাদ করেন। এ ছাড়া সুরদাস রচিত সুরসাগর, কবিরের দোঁহা সমূহ, মহম্মদ জয়সি রচিত পদ্মাবত, সাধিকা মীরাবাই রচিত ভজনগুলিও হিন্দি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। মোগল যুগে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ও সাহিত্যের উন্নতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। এ যুগে বাংলাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বৈষ্ণব সাহিত্যগুলির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃত, বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্য ভাগবত এবং জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ছিল উল্লেখযোগ্য রচনা। মোগল যুগে কাশীরাম দাস মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। এ ভাবে আঞ্চলিক ভাষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। ইতিহাসের একটা ধারাবাহিকতা থাকে। সেই অনুযায়ী প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক, এই তিন পর্যায়ের ইতিহাস ধাপে ধাপে পড়তে ও জানতে হয়। ভারত সরকারের লক্ষ্য যদি হয় মোগল যুগের সমকালীন অন্যান্য সম্রাট ও রাজাদের ইতিহাস তুলে ধরা, তা হলে তা সাধুবাদযোগ্য, কারণ সমসাময়িক অনেক সাম্রাজ্যের কথা মোগল সাম্রাজ্যের আড়ালে থেকে গিয়েছে। সে সব স্বল্পপঠিত অধ্যায় উঠে আসুক, তবে মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস বাদ দেওয়া হলে ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে একটা প্রজন্ম অজ্ঞ হয়ে থাকবে। কোন ঘটনার পর কোন ঘটনা ঘটল, এটা ধারাবাহিক ভাবে যদি শিক্ষার্থীদের না মনে থাকে, তা হলে সত্যিই ইতিহাসের জ্ঞান বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

*লক্ষ্মীরতন শুক্লা*

১৮৬১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মোতিলাল নেহরুর জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় লক্ষ্মীরতন শুক্লার জন্মদিন।*
১৯৮৩ *বিশিষ্ট শুটার গগন নারাংয়ের জন্মদিন।*

# ভূতের রাজা ও রায় পরিবার

**শুভজিৎ বসাক**

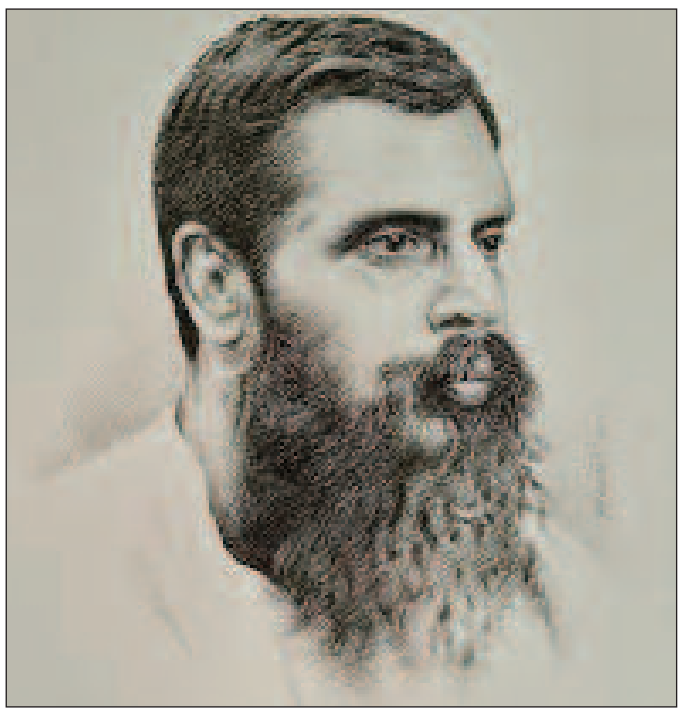

সত্যজিৎ রায়, একটি অফুরান শক্তির নাম। সূর্যকে দূর থেকে দেখলে যেমন একটি গ্যাসের বলয় মনে হয়, পরীক্ষা করলে তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় সেভাবেই সত্যজিৎবাবুকে নিয়ে গবেষণা করলে একটাই জিনিস স্পষ্ট হয়, তাঁর সৃষ্টির পরিসর সূর্যের আলোর মতোই বিস্তৃত ও বিস্তারিত। খালি চোখে অপরিমেয়। সে যাক অনেক কথা, আমি ব্যক্তিগত ভাবে সত্যজিৎ রায়ের বেশ অনেক লেখা গল্প, সিনেমা দেখে বড় হয়েছি। সে অনেকেই হয়েছে বা হয়েছি কিন্তু তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছে তাঁর চিত্রায়িত ভূতের রাজা। ছোটবেলায় এমনকি এখনও যদি গুপী-বাঘা দেখি শুধুমাত্র ভূতের রাজার জন্য খুব বেশীমাত্রায় অপেক্ষা করে থাকি। সবচেয়ে প্রিয় ভূতের নাচ।

ভূত, একটি গা ছমছমে চরিত্র। মানুষ মরলে ভূত হয় এমনই শোনা যায় গল্পের প্রেক্ষাপটে। সত্যজিৎ রায়ের ভূতের রাজা তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সৃষ্টি। উপেন্দ্রকিশোর বাংলা মহাভারত, রামায়ণ সহ বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রকে এক জীবনদান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তৎকালীন সময়ে প্রথাগত কঠিন বাংলা ভাষাকে সহজাত করতে এবং পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে সহজ করে তুলতে উপেন্দ্রকিশোরের জুড়ি মেলা ভার। কেন এত উপেন্দ্রকিশোরের কথা বলছি এটা প্রশ্ন আসতে পারে কারণ তাঁর সৃষ্টিতেই স্নাত হয়ে সুকুমার রায় ও সত্যজিৎ রায় দুজনেই সমৃদ্ধ হয়েছেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর পৌরাণিক গল্পে খুব সহজ ভাষায় রূপকের সাহায্যে নিপুণতার সাথে ভারতের সাথে তিব্বতের যোগ, কৈলাস রহস্যকে পুঁথিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তিনি প্রতিটা পৌরাণিক কাহিনীর ছবি নিজে আঁকতেন এমনকি ভূতের রাজা তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত চরিত্র। এবং তাঁর সৃষ্টিতে মানুষের ভাবনায় ভয়ানক ভূত এক দেবতার আসন লাভ করেছে। তিনি আদতে পূজ্য।

সত্যজিৎ রায় সামাজিক প্রেক্ষাপটে কাজ করতে গিয়ে তলিয়ে ভেবে দেখেছেন মানুষ মরে ভূত হয় না, ভূত হয় তার ইচ্ছার অপমৃত্যু দেখলে। কেউ তো বোকা হতে চায় না- সমাজ তাকে ঠকিয়ে তাকে বোকা প্রমাণ করে, কেউ বাজারি মেয়ে হতে চায় না- সমাজ তাকে শরীর হিসাবে হিসাব করেছে, কোনও স্বামী তার স্ত্রীটিকে ভালো না বেসে থাকতে চায় না- সামাজিক চিন্তা, পরিকাঠামো ও পরিসর তাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে তোলে, কেউ চায় না তার বিশ্বাস ভেঙ্গে যাক- তার থেকে চতুর লোক তার বিশ্বাসকে তছনছ করে দিয়ে যায়, যুবসম্প্রদায় শিক্ষার মোড়কে বাঁচতে চায়- রাজনীতির প্রাবল্য তাদের ভুল বোঝায় আর অপরিণত বোধকে নিয়ে ভুল পথে চালিত করে এসেছে ও আসে, পাখি চায় না তার বাসা ভাঙ্গুক- হাওয়া সেটা হতে দেয় না, বিজ্ঞান চায় শিক্ষাকে দর্শনের অঙ্গ করে তুলতে- ধর্মীয় গোঁড়ামি সেটা টুঁটি চেপে ধরে। আজকাল আর কেউ সৃষ্টিশীল হতে চায় না, হতে চায় স্থিতিশীল অর্থাৎ যা পূর্বেই চলনশীল সেটাই স্বাভাবিক আর সত্যি। অর্থ মূল মাপকাঠি আর সম্মান গৌণ পর্যায়ে পর্যবসিত হতে বাধ্য হয়েছে। সত্যজিৎ বা উপেন্দ্রকিশোরের সৃষ্টি ভূত এসবের বিপরীত পন্থী, আদপেই সৃষ্টির ঈশ্বর।

আমলকী আর হরিতকি গ্রাম থেকে রাজার আদেশে অপমান গিলে নির্বাসনে আসা দুই বোকা শিল্পী গুপী আর বাঘা অজান্তেই এসে পড়েছিল ভূতের রাজার দেশে। তারা যখন বাঘের পাল্লা থেকে বেঁচে আনন্দে গান ধরে উল্লাস প্রকাশে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল নেমে আসে ঘোর অন্ধকার, দেখা মেলে ভূতের পালের। পরে আসেন ভূতের রাজা। জবর তিন বর দিয়ে সেই বোকা দুই শিল্পীকে করে তুললেন বুদ্ধিমান। সেই গান-বাজনার জোরে অর্থাৎ শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটিয়ে গুপী-বাঘা যুদ্ধ জয় করে, মানুষে মানুষে বিভেদ সরিয়ে দেয়। একইসাথে দেখানো হয় যে কিভাবে শিক্ষক ও শ্রমজীবী মানুষের উত্থানে জোর করে মানুষকে ভুল বোঝানো ও ভালো বলানো ঈশ্বর সমতুল রাজশক্তির পতন অবশ্যম্ভাবী হয়, যুবশক্তির উত্থানে ধর্ম যে কি প্রহসনের সৃষ্টি করে সত্যিকে আড়াল করে রাখতে চায় যা ঈশ্বর নিজেও ক্ষমা করেন না- যা চিরন্তন সত্যি ও সাম্প্রতিক মুহূর্তে জোরালো হিসাবে উঠে এসেছে।

এবারে আসা যাক ভূতকে উপেন্দ্রকিশোর কিভাবে চিত্রায়িত করেছেন। ভূত আর কেউ নন, স্বয়ং শিব। শিবের যাঁরা অনুচর তাঁরা কেউই জীবিত প্রাণ নন এবং শিব তাঁদের মধ্যে বিরাজিত। শিব স্বয়ং আদিপিতা অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির গুরু তিনি। শিব নিজে ভোলা এবং অন্যকেও তিনি খারাপ নজরে দেখেন না। তাই যখন গুপী-বাঘা উল্লাস প্রকাশ করেছিল সেইসময়ে তিনি দেখা দেন অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁদেরকেই ধরা দেন যে মানুষ একদমই সরল প্রকৃতির এবং প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিজের সরলতাকে অস্বীকার করে না। তাই সেই ভূতের রাজা আশীর্বাদ হয়ে ধরা দিলেন তাঁদের জীবনে। সরলতার একটি বিশেষ গুণ আছে- সে সৃষ্টির পরিপন্থী আর এটাই স্বাভাবিক কারণ কুটিলতামুক্ত মস্তিষ্কে তার কলম চলে, কণ্ঠ চলে, সুর ঝরে, চিত্রাঙ্কন করে সমাজের হারিয়ে যাওয়া দিককে ফুটিয়ে তোলে, মানুষের ভালোর জন্য নিজেকে উজাড় করে দিতে পছন্দ করে অর্থাৎ বিভিন্ন পরিসরে নতুনত্বের ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকতে ভালোবাসে। হতে হবে না বেশী সেয়ানা, তাতে কারও ক্ষতি না করে নিজেই যদি নিজের ভালো থাকার কারণ হওয়া যায় এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে!

যেদিন থেকে এই ভূতের রাজাকে দেখেছিলাম জীবনে খুব শখ ছিল একদিন ভালো ভালো ভূতের গল্প লিখব আর যাইই হোক এইসময়ে দাঁড়িয়ে কুটিলতামুক্ত একটাই দিক নির্ভেজাল ভাবে লেখা যায় সেটা ভূতের গল্প। তাতে মানুষের রিপুর সাথে নিজের বিবেকের প্রতি দংশন সবকিছুই উঠে আসে। ভূত যখন স্বয়ং ঈশ্বর তখন ঈশ্বরকে দিয়ে ভুল পথে চালনা করার ফলও যে ভয়ানক গতিতে বিপরীত হবেই সেটা উল্লিখিত হয় আবার ঈশ্বরকে তাঁর মতো আরাধনা করলে ঈশ্বর ক্ষতি অন্তত করেন না তবে তাকে প্রতিকূলতার সামনাসামনি সবসময়ে ফেলে খাঁটি করতে চান। অর্থাৎ সহজভাবে মস্তিষ্কের বিকাশ ও তার প্রতি আস্থা দেখানোই সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটা প্রেক্ষাপটে উঠে আসে আর তাই ভূতের গল্প রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করা এক নির্ভেজাল আনন্দের উপক্রম জোগায়। ভূতের রাজা সেই অনুপ্রেরণা নিয়ে মনের মধ্যে বসে গিয়েছেন- থেকে যাবেন ঈশ্বর হয়ে।।

*(বিঃ দ্রঃ- ইতিমধ্যে এদেশী ও অবিভক্ত পূর্ববঙ্গ নিয়ে বাঙ্গালদের কটাক্ষ করতে নানা গ্রুপ সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় হয়েছে, এই সম্পর্কিত কিছু মন্তব্য আমাকেও বাঙ্গাল হিসাবে বিদ্ধ করেছে। মর্মাহত হয়েছি কিন্তু জীবনের অংশ হিসাবে সবকিছুকে গ্রহণ করতে শিখেছি বলেই কিছুটা ফারাক করতে হয় তা উপলব্ধি করেছি। এক্ষেত্রে বলতেই হয় ময়মনসিংহের উপেন্দ্রকিশোর রচিত পৌরাণিক গল্পগুলি আজও বাঙ্গালির সম্পদ আর তাঁরই নাতি সত্যজিৎ রায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বের সামগ্রিক সম্মান জুগিয়েছেন। তাই মানুষকে কাছে টানতে না জানলে রাজনীতি করতে গিয়ে কটাক্ষ করার পরিসরে আঘাত করে মানুষকে দূরে না ঠেলা এক উৎকৃষ্ট শিক্ষার পথকে দর্শায় আর এটাই সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টিতে উঠে এসেছে বরাবর।)*

# রামধনু গুণাবলি সত্যজিৎ রায়

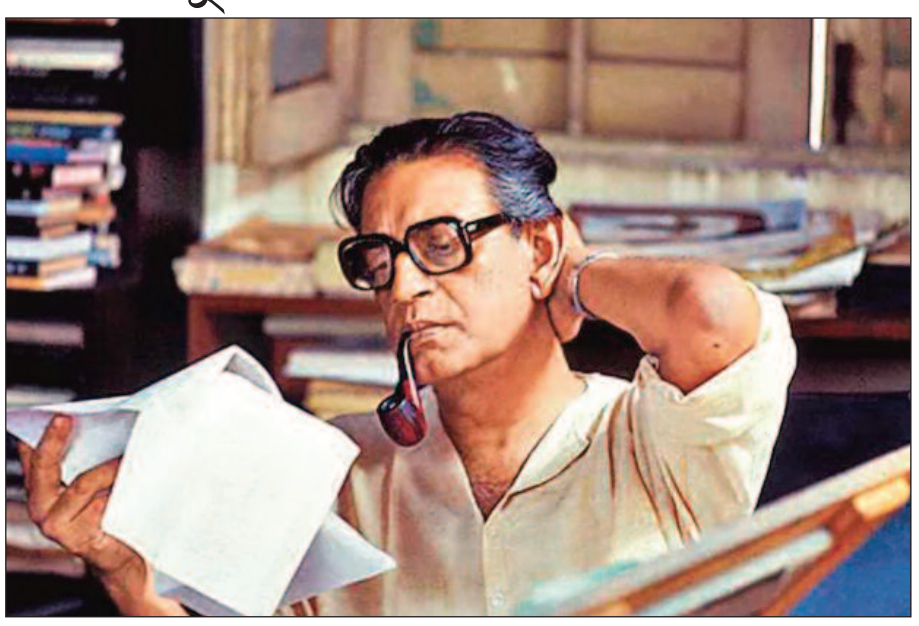

**রথীন কুমার চন্দ**

সত্যজিৎ রায়, সাড়াজাগানো ব্যক্তিত্বের পরিচিতি, বাঙালির গলি থেকে রাজপথ, অন্দরমহল থেকে খেলার মাঠ কোথাও আলাদা করে দেওয়ার প্রয়োজন পরে না। চায়ের দোকান বা আড্ডার সালতামিতে সত্যজিৎ রায় বিষয়টি আসরে হট কেক হয়ে উঠবে, সত্যজিৎ রায় যেন বাঙালির একান্ত নিজের আপনজন, তাকে নিয়ে বাঙালির ইমোশনের ওঠাপরা চলে। তাকে নিয়ে সমস্ত সাংস্কৃতিক ভাবনা চিন্তার আশা আকাঙ্খা জেগে ছিল, আছে থাকবে। সত্যজিৎ রায়, বাঙালির সাংস্কৃতিক আইকন নন, ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর তিনি একমেব অদ্বীতিয়ম সত্যজিৎ রে। তার কৃষ্টি, ভাবনা ও শিল্পীসত্তা আন্দোলিত করেছিল বিশ্বের বিখ্যাত পরিচালক থেকে সমালোচকদের। আকিরা কুরাসাওয়ার মতে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা দেখেনি, সেই দলভুক্তদের 'পৃথিবীর সূর্য ও চন্দ্র না দেখার সামিল' বলে উল্লেখ করেছেন।

সূর্য ও চন্দ্রের গুরুত্ব এই মহাজাগতিকের অধিবাসী হয়ে ভালই অনুধাবন করতে পারি, সত্যজিৎ রায়কে কোন যোগ্যতার মাপকাঠিতে মেপেছেন, বাঙালি ও ভারতীয় হিসেবে গর্বের ছাতিটা বাহাওরে দাড়াবে নাকি আরো এগিয়ে রাখা মাপকাঠিতে।

সত্যজিৎ রায়ের ফ্লিম সংক্রান্ত প্রথাগত কোন বিদ্যা অর্জন করেননি, সবটাই তার বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত সত্যজিৎ রায় জগৎ খ্যাত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় পৃথিগত বিদ্যা (সেলুলয়েড) জগতে অর্জন না করেও তিনি বিশ্বের ফ্লিম বোদ্ধা, সমঝদার, ডাইরেক্টর অফ ডাইরেক্টরস খ্যাত হয়েছেন। বিদেশী পরিচালকরা তার কাজের পরিমাপ করছেন এইভাবে 'ভারতীয় সংস্কৃতির একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি, যার হাতে উঠে এসেছে প্রাচীন ও কঠিন ভারতীয় সমাজের প্রতিচ্ছবি।'

সত্যজিৎ রায় বাংলা সিনেমা নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন বেশী, যতটা না অন্য ভাষায়। তার এক্সপেরিমেন্ট যেমন ট্যাক্সি ড্রাইভারের জীবন, সেলিব্রেটির টেনশন লাইফ, রহস্য স্থান পেয়েছে আবার রাজনৈতিক টানাপোড়েন নজর কেড়েছে। একটা ভাষাতে তার সৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকলেও, খ্যাতি গন্ডীর বাইরে আন্দোলিত হয়েছে, হয়ে চলেছে।

সিনেমার গভীরতা কোথায়, কিভাবে, কেন এই প্রশ্নগুলি দর্শকদের মনে সৃষ্টি করে তার উওরদান নিজেই করেছেন। গতবাধা ছকে তিনি সিনেমা তৈরী করেননি, বরং তাকে নতুন মোড়কে ঢেকে তার কমার্শিয়ালাইজেশন করেছিলেন। বৈপীরিত্য আনতে ট্যালেন্টের প্রয়োজন, সত্যজিৎ রায় তার কৃষ্টিতে সেই ট্যালেন্ট পেশ করেছিলেন সিনেম্যাটিক ছন্দে। শিল্পী মানুষের শৈল্পিক ছন্দের অভাব হয় না, বিজ্ঞাপনকে সিনেমায় ব্যবহার করে তিনি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। ক্যামেরা, লাইট, সাউন্ড ও আকশ্যানে সেলুলয়েডের পর্দায় অপুর ট্রিলজি আমাদের হাসি, কান্নার জীবন সংগ্রামের রোজনামচা ফ্রেমবন্দি করেছেন অসাধারণ কৌশলে। সিনেমার পরবর্তী সিকোয়েন্স নিয়ে সাসপেন্স চলিত প্রথা, রহস্য ঘেরা সিনেমায় সেটার পাশাপাশি খলনায়কের চমকদার উপস্থাপন, যেমন মগনলাল মেঘরাজ চরিএটি দাগ কেটে যায়, খলনায়কের ডায়লগ দর্শককে মনে রাখতে উৎসাহ যোগায়। ক্রুর হীরকের রাজার বচন, মুখে মুখে চর্চিত তার মষ্তিষ্ক প্রক্ষালকের জন্য। সিনেমার মোড় ঘোরানো বা টুইস্ট আনা সত্যজিৎ রায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

সত্যজিৎ রায় যেখানে হাত দিয়েছেন সোনা ফলিয়েছেন। কল্পবিজ্ঞান ও রহস্য রোমানচ্ লেখক ফেলুদা চরিএর সফল রুপকার। পাশাপাশি তোপসে ও সাহিত্যিক লালমোহন গাঙ্গুলি ছোটদের রহস্য রচনায় অন্যতম পার্শচরিএ, ফেলুদার গোয়েন্দাগিরিতে।

চিএকর সত্যজিৎ রায় স্থানীয় ও বিদেশী চিএনে মাষ্টারপিস ছিলেন। বুককভার চিএনে তিনি বিপ্লব এনেছিলেন শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু ও বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষা পেয়ে। কৈলাসে কেলেঙ্কারী, সোনার কেল্লার বুককভার চিএনে নজির রেখেছেন।

সঙ্গীত পরিচালক ও মুদ্রণ জগতে তার ছোয়া রুপোলি রেখার মত চিরকাল আমাদের স্মরণে থাকবে।

সত্যজিৎ রায়ের মেধার কোন সীমা পরিসীমা যেমন নেই, দাড়িপাল্লায় ওজন করলে তার প্রতিভা সমান করা দূরহ ব্যাপার। সত্যজিৎ রায়ের মূল্যায়ন তিনি নিজেই। মেধায় যেমন কৃষ্টি লালিত হয়, বৃদ্ধি পায় ততোধিক।

## পুস্তক পরিচয়

# নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শেষ জীবনের অজানা ঘটনাবলি

**সত্যব্রত কবিরাজ**

নেতাজিকে নিয়ে রহস্যের আর শেষ হচ্ছে না। দেশের তাবড় তাবড় নেতারা যে তার অস্থিত্ব নিয়ে খুবই সন্ত্রস্ত সেটা বিভিন্ন তদন্ত কমিশনেই প্রকাশিত হয়েছে। নেতাজিকে যতই ভুলে যাওয়ার চেষ্টা বা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, তাঁর অস্থিত্ব ততই মানুষের মনে হার না মানা বুদ্বুদের মতো ধাক্কা মারছে। দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এমন বিশ্ববন্দিত রাজনীতিবিদ আর আসেনি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের ১৭ আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে গবেষণালব্ধ চাঞ্চল্যকর তথ্য নিয়ে এক অসম সাহসী নেতাজি অনুরাগী এই গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থে মার্কিন সাংবাদিক ও গ্রন্থকার জন গান্থার তাঁর রচিত ''ইনসাইড এশিয়া'' ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে বিভিন্ন গবেষণামূলক তথ্য প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থে তিনি নেতাজিকে 'দ্য ব্রাভেস্ট সন অব ইন্ডিয়া" বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু নাকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারী ট্রুম্যানকে ফোন মারফত অনুরোধ জানিয়েছিলেন বলে এক প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিকে সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। সে বছরই গ্রন্থের লেখক জন গান্থার নিউইয়র্ক সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ হন। পরবর্তীকালে তাঁর আর কোনও খবরই প্রকাশ্যে আসেনি। এমন সব চাঞ্চল্যকর তথ্য 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শেষ জীবনের অজানা ঘটনাবলি " তিনশো একচল্লিশ পৃষ্ঠার গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছে। মস্কো রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান জ্যোতিরূপানন্দের সাইবেরিয়ায নেতাজিকে দর্শনের কথা প্রকাশ করেন। নেতাজিকে প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও সরকারের ''মরণোত্তর ভারত রত্ন'' প্রদানের ঘোষণার প্রতিবাদে মামলার খবর সন্নিবেশিত হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে এক চুক্তি অনুযায়ী ডক্টর পূরবী রায়, ডক্টর শোভন দত্তগুপ্ত এবং ডক্টর হরি বাসুদেবন রুশ ভারত পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস নিয়ে গবেষণার জন্য রাশিয়ায় যান। সে দেশের মহাফেজ খানা থেকে ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্যের মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহ করেন। সেখানেও নেতাজি সম্পর্কে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীতে নেতাজিকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জি নানা জায়গা ঘুরে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সে সব তথ্যও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। জয়দীপ মুখার্জি এখনও নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে তথ্য প্রকাশ করে চলেছেন। বিশ্ববন্দিত রাজনীতিবিদ দেশমাতৃকার শৃঙখল মোচনে নিবেদিত প্রাণ নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিরলস প্রচেষ্টাকে কুর্নিস না করে পারা যায় না। স্মরণ করতে হয় এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ড. চন্দন রায়চৌধুরীকে। যিনি ডক্টর পূরবী রায়, ডক্টর শোভন দত্তগুপ্ত এবং ডক্টর হরি বাসুদেবনকে গবেষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। নেতাজিকে ভুলে থাকার চেষ্টা বৃথা। ভারতমাতার পরাধীনতার শৃঙখল মোচনে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা সৈনিক নেতাজির শেষজীবনের অজানা তথ্য জানার অধিকার প্রতিটি ভারতবাসীরই রয়েছে। ভারত মাতৃকার পরাধীনতার শৃঙখল মোচনে নেতাজির অবদান একদিন প্রকাশিত হবেই, সঙ্গে তাঁর শেষজীবনের পরিণতির তথ্যও উন্মোচিত হবে। এটা আশা নয়-প্রত্যয়।

*নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শেষ জীবনের অজানা ঘটনাবলী-*
*তথ্য সংকলন, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : সত্যপ্রকাশ চাকী*
*মূল্য : সাম্মানিক প্রদান*

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# নির্বাচনের ক্ষণিক আগেই সরলেন হবিবপুরের আইসি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** লোকসভা নির্বাচনের ক্ষণিক মুহূর্তের আগেই সরিয়ে দেওয়া হল হবিবপুর থানার আইসি দেবব্রত চক্রবর্তীকে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর। আপাতত তাঁকে মালদা পুলিশ সুপারের অফিসে বদলি করা হয়েছে। তাঁর বদলে ওই দায়িত্বে কে থাকবেন, তার জন্য নাম চেয়ে পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে।



সূত্রের খবর, সম্প্রতি হবিবপুরের আইসি দেবব্রত চক্রবর্তীর একটি ফোন কল ভাইরাল হয়। হবিবপুরের স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপপ্রধানকে ফোন করে তিনি মহিষ পাচার নিয়ে কথা বলছিলেন। আইসি প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন মহিষ পাচার করলেন পঞ্চায়েতের উপপ্রধান? অভিযোগ উড়িয়ে পঞ্চায়েতের উপপ্রধানও পালটা প্রশ্ন করেছিলেন, পাচারের কোনও প্রমাণ আইসি-র কাছে আছে কি না। এনিয়ে ফোনে বিতর্কের একটি অডিও ভাইরাল হয়। তার ভিত্তিতে মালদা উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন আইসি দেবব্রত চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। যদিও ভাইরাল অডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা।

উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর খগেন মুর্মুর অভিযোগ, হবিবপুরের ওই আইসি অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে কাজ করছেন। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রাক্তন আইপিএস কর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবারের তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়াই করছেন। এনিয়ে নিরপেক্ষতার স্বার্থের কথা তুলে হবিবপুরের আইসিকে সরানোর দাবি জানান বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু।

এদিকে বিজেপির সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই রবিবার পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। ভোটের মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে হবিবপুর থানার আইসি দেবব্রত চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেওয়া হল। এমনকি ভোটের কোনও কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত থাকতে পারবেন না বলে জানানো হয়েছে। ভোটের কোনও কাজে তিনি যুক্ত থাকতে পারবেন না বলে জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে।

# মোদি সরকার ফের গদিতে বসলে দেশে গণতন্ত্র থাকবে না : খাড়গে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** গনিখান চৌধুরী রাজনীতির জীবনে কোনও দিন কাউকে ভয় করেননি। তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি অটুট থাকতেন। বিভাজনের রাজনীতিও কোনও দিন তিনি সহ্য করেননি। অথচ এখন বিজেপির যে সরকার চলছে, তাতে কেবল মিথ্যাচার এবং বিভাজন করা হচ্ছে। এবারে যদি মোদি সরকার আবার গদিতে বসে, তা হলে সংবিধান শেষ হয়ে যাবে, দেশের গণতন্ত্র বলে কিছু থাকবে না। রবিবার দুপুরে মালদায় নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরাসরি মোদি সরকারের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাগড়ে।



এদিন দক্ষিণ ও উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রের দুই প্রার্থী ইশা খান চৌধুরী এবং মোস্তাক আলমের সমর্থনে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের হাতিমারি ময়দানে কংগ্রেসের নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাগড়ে। এদিন বক্তব্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই কেন্দ্রের মোদি সরকারকেই নিশানা করে কড়া সমালোচনা করেছেন মল্লিকার্জুন খাগড়ে। তবে তাঁর বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের সরকার সম্পর্কে কোনও রকম শব্দ উচ্চারণ করা হয়নি।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাগড়ে বলেন, 'ভারতের রাজনীতিতে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন গনিখান চৌধুরী। আটবারের সাংসদ হয়েছেন তিনি। এত বড় মহান নেতা মালদা থেকেই এসেছিলেন। তাঁর উন্নয়ন সম্পর্কে যতই বলা যায়, ততই কম হবে। অথচ আজকের এই বিজেপি সরকার শুধুমাত্র বিভাজনের রাজনীতি করে চলেছে। দেশে বেকারত্ব বেড়েছে, কৃষক থেকে সাধারণ মানুষের হেঁসেলে টান পড়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জেরে গরিবদের হাহাকার অবস্থা। অথচ এই মোদি সরকার বড়লোকদের নিয়েই চলছে।'

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাগড়ে বলেন, 'ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লাগানো, জাতিতে জাতিতে ঝগড়া লাগানো, বিভেদের রাজনীতি করছে বিজেপি। সকালে উঠে কংগ্রেসকে গাল দেওয়ার পর খাবার হজম হয় মোদিজির। অমিত শাহ মানুষকে উসকানোর কাজ করছে। আরএসএস মোদি এক। এক টাকা কয়েনের মত, একদিকে মোদি অন্যদিকে আরএসএস। নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে টাকা লুঠ করেছে বিজেপি। তবে এবারের লোকসভা নির্বাচনে মানুষের রায়ে দিল্লির হুকুমত আমরাই চালাব।'

# মেয়াদ উত্তীর্ণ আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিনেই গর্ভবতীদের পরীক্ষার অভিযোগ লকেটের



**বনস্পতি দে ● সিঙ্গুর**

মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিনের। আর সেই মেশিনেই গর্ভবতী মহিলাদের পরীক্ষা। খোদ হাসপাতালে দাঁড়িয়েই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন হুগলির বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। আর তা নিয়েই পড়ে গেল হাসপাতালে ব্যাপক শোরগোল।

রবিবার সকালে আচমকাই সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছন লকেট। হাতে তাঁর এক গাদা কাগজপত্র। হাসপাতালে কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েই অভিযোগ করেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিন দিয়ে গর্ভবতী মহিলাদের পরীক্ষা করানো হচ্ছে। লকেটের অভিযোগ, সাত বছর আগে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিনের। আর সেই মেশিনই এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে সিঙ্গুর ও হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালে। রবিবার সকালে সেই নথি হাতে নিয়ে সিঙ্গুর হাসপাতালে যান বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গেও কথা বলেন এবং আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিন যে মেয়াদ উত্তীর্ণ, তা নিয়েও সাধারণ মানুষকে জানান। কর্তব্যরত চিকিৎসকদেরও নথি দেখিয়ে প্রশ্ন করেন লকেট।

এক মহিলা চিকিৎসককে লকেট বলেন, 'আপনারা এতদিন ধরে যেটা করেছেন, যেটা সহ্য করেছেন, সেটা একজন মহিলা হিসাবে করা উচিত হয়নি। চাকরির জন্য আমরা নিজেদের বিবেক বেঁচে দিতে পারি না।' লকেটের প্রশ্নের মুখে পড়ে আমতা আমতা করতে দেখা যায় বলে দাবি। তিনি বলেন, 'আমাদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। ডিসিশন তো জেলা থেকে হয়।' লকেট পাল্টা বলেন, 'আপনারা আমাকে কেন জানাননি? হুগলির সাংসদকে জানানোর প্রয়োজন ছিল।' মেয়াদ উত্তীর্ণ আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিন নিয়ে তাঁদের কাছে কোনও তথ্য নেই বলে জানান কর্তব্যরত চিকিৎসকরা।

জানা গিয়েছে, ২০১৭ সাল থেকে ওই আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিনের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। ২০২২ সালে তা রিন্যুয়ালের জন্য আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তা হয়নি। সেই আবেদনপত্রে সিএমওএইচের সইও আছে। কিন্তু কী ভাবে তা সম্ভব, তা নিয়েই প্রশ্ন। আরও অভিযোগ, ওই হাসপাতালে টেকনিশিয়ান দিয়ে আলট্রাসনোগ্রাফি করানো হয়। যেখানে পিজি ডিপ্লোমা চিকিৎসক ইউএসজি করবেন।

লকেটের অভিযোগ, চিকিৎসা পরিষেবার জন্য সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। রোগী ও তাঁর পরিজনদের মধ্যেই আতঙ্ক তৈরি হয়। এক কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, 'প্রেসন্যান্সিতে তো অনেক রকম ক্লিনিক্যাল সায়েন্সে অনেক কিছু বোঝা যায়। আমাদের রিপোর্ট দেখে কোথাও কোনও খটকা লাগত, আমরা বাইরে থেকে আরও একবার ইউএসজি করিয়ে আনতে বলতাম। আমাদের কাছে কোনও তথ্য ছিল না, এই মেশিন ২০১৭ সালে মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে আমাদের কিছু রিপোর্ট দেখে সমস্যা মনে হচ্ছিল, আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাই। বিএমওএইচ সিএমওএইচকেও জানিয়েছিলাম।'

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, একটি সংস্থা সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এই পরিষেবা দেয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার লাইসেন্স রিনিউ করতে হয়। এক্ষেত্রে সংস্থাটির লাইসেন্স আছে কি না তা খতিয়ে দেখে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে মেশিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ বলে কিছু হয় না।

# রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে চুরির চেষ্টার অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে চুরির চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য। ব্যাংকের ভিতরে অনেক দরকারি নথি, কাগজপত্র ওলটপালট অবস্থায় ফেলে রাখার পাশাপাশি এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বাইক নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতী দল। পাশাপাশি তথ্য লোপাটের জন্য ডাকাত দল ব্যাংকের মধ্যে থাকা সিসিটিভির হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে চলে যায় বলে অভিযোগ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার অন্তর্গত বড়গাছি এলাকার ঘটনা।



জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে বড়গাছি এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা চালায় একদল দুষ্কৃতী। দুষ্কৃতীরা ব্যাংকে ঢোকার সদর দরজার তালা ভেঙে ব্যাংকের ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর গ্যাস কাটার দিয়ে ব্যাংকের ভল্ট খোলার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয় দুষ্কৃতী দলটি। এমতাবস্থায় ব্যাংকের ভিতরে অনেক দরকারি নথি, কাগজপত্র ওলটপালট অবস্থায় ফেলে রেখে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়।

স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, গভীর রাতে ব্যাংকে প্রবেশ করার আগে দুষ্কৃতী দল ব্যাংকের সামনে প্রহরারত দুই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে বেঁধে রাখেন। দুষ্কৃতীরা সংখ্যায় বেশি থাকায় সিভিক ভলেন্টিয়াররা তাদের কাছে অসহায় হয়ে পড়েন। এরপর ব্যাংকে ঢোকার গেটের তালা ভেঙে লুঠপাঠ চালায় ডাকাত দল। ব্যাংকের ভিতরে চুরির চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ায় ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দিয়ে তারা কুশমণ্ডি-মহিপাল রাজ্য সড়কের নাহিট এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে। তবে ওই এলাকায় দায়িত্বে থাকা দু'জন সিভিক ভলেন্টিয়ারের ডাকাত দলকে দেখে সন্দেহ হয়। তাদেরকে কিছু প্রশ্ন করার আগেই ডাকাত দল সিভিক ভলেন্টিয়ারের মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে তাঁদের কাছে থাকা দু'টি মোবাইল ও একটি বাইক নিয়ে চম্পট দেয়।

অন্যদিকে, খবর পেয়ে রবিবার ঘটনাস্থলে আসেন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের ম্যানেজার মোস্তাফিজুর রহমান, গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য সহ কুশমণ্ডি থানার পুলিশ। ব্যাংক ম্যানেজারের উপস্থিতিতে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয় পুলিশের তরফে। এ বিষয়ে ওই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের ম্যানেজার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, তথ্য লোপাটের জন্য ডাকাত দল ব্যাংকের মধ্যে থাকা সিসিটিভির হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। কুশমণ্ডি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এবিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'চুরি হয়নি, চুরির প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে আমরা দুষ্কৃতীদের দলের মধ্যে কয়েকজনকে চিহ্নিত করতে পেরেছি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

# হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার নামে পোস্টার, এলাকায় চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার নামে পোস্টার পড়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদের ভবানীপুর এলাকায়। হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল ও তার অনুগামী ইউনুস মোল্লার বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ তুলে পোস্টার দেখা গেল ভবানীপুরে। পোস্টারে লেখা আছে ভবানীপুর এক ও দুই নম্বর পঞ্চায়েতের মেছো ঘেরিগুলোতে রাতের আঁধারে বন্দুক দেখিয়ে ডাকাতের সমস্ত পরিকল্পনা করা হয়েছে। তোলাবাজ ইউনুস মোল্লাকে ভবানীপুর থেকে 'দূর দূর দূর হটাও' বলে রবিবার সাতসকালে ভবানীপুর বাজারে এইরকম বেশ কয়েকটি পোস্টার দেখে ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এবং এক শ্রেণির এলাকাবাসী বিরোধীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছেন হাসনাবাদ থানার পুলিশ। এ বিষয়ে বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল জানিয়েছেন, আমরা একই দল করি, তবে যারা ষড়যন্ত্রকারী যারা এই ষড়যন্ত্রের করেছে তারাই বলতে পারে আসল রহস্য কি। বিজেপি নেতা পলাশ সরকার বলেন, বিজেপি রাতের অন্ধকারে মানুষের বাড়ি বাড়ি পোস্টার মারার রাজনীতি করে না, বিজেপি সামনাসামনি করে যা করার। এটা তৃণমূলের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এসেছে, তাই ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এখন বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র করছে বিরোধীদের উপরে দোষ চাপাচ্ছে।

**নোটিশ**
**ফর্ম নং আইএনসি-২৬**
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
**কেন্দ্রীয় সরকার**
**(রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে**
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
**উইকর‍্যাফ্ট বিজনেস সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড**
রেজিস্টার্ড অফিস ইএন-৬৯, সেক্টর - ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯১ সম্পর্কিত
.... দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে**" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
**রেজিস্টার্ড অফিস** ইএন-৬৯, সেক্টর - ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯১
দরখাস্তকারীর পক্ষে
**উইকর‍্যাফ্ট বিজনেস সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড**
স্বা/-
**গণেশ কুমার সিং**
স্থান : কলকাতা — ডিরেক্টর
তারিখ : ০৬.০৫.২০২৪ — ডিন-০৩৪৫৩৬০১

# শীতল পানীয় জল, ওআরএস এবং চারাগাছ বিতরণ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান:** বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আজ রবিবার বাঁকুড়া মোড় ও সগরাই মোড়ে ১০০০ জন মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল একটি করে শীতল পানীয় জলের বোতল, এক প্যাকেট করে ওআরএস এবং ১০০ জন মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে চারা গাছ। এই নিয়ে টানা তিন সপ্তাহ বর্ধমান শহর এবং শহর সংলগ্ন গ্রামগুলিতে সোসাইটির এমন মানবিক প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল।

সোসাইটির সম্পাদক প্রলয় মজুমদার জানান, প্রবল গরমে মানুষকে সাময়িক স্বস্তি দিতে সোসাইটি ধারাবাহিক ভাবে এই কাজ করে চলেছে। সোসাইটির সহ কোষাধ্যক্ষ চৈতালি ঘোষ জানান, সকলকে সাদা জবার চারা দেওয়া হয় কারণ সাদা শান্তির প্রতীক এবং সকলকে অনুরোধ করা হয় গাছ বড় হলে ৫ জন প্রতিবেশীকে ডাল কেটে দেওয়ার জন্য। সবুজায়নের লক্ষ্যে গুল্ম নির্ভর সোসাইটির এই প্রয়াস সকলের প্রশংসা আদায় করে নেয়।

পথচলতি মানুষ, ট্র্যাফিক পুলিশ, লরিচালক, বাস ড্রাইভার সকলেই প্রাণভরে সোসাইটির সদস্যদের আশীর্বাদ করেন। সোসাইটির তরফে উপস্থিত সদস্য সদস্যা তমন্না শবনম, লক্ষ্মণ দাস, প্রীতম ঘোষ, অনন্যা কর এই রোদ গরমেও মানুষের পাশে দাঁড়াবার ও পরিবেশ রক্ষার বার্তা সকলের মধ্যে প্রচার করেন এবং প্রচার পুস্তিকা বিতরণের মাধ্যমে মানুষকে গরমে সুস্থ থাকার ১০টি বার্তা প্রদান করেন।

# সংকট মোকাবিলায় ছোট্ট লালনের জন্মদিনে রক্তদান

**রূপম চট্টোপাধ্যায়**

নাট্যকর্মী বিভাস গুপ্ত ও সাংস্কৃতিক কর্মী পৌলবী সরকার গুপ্তর একমাত্র সন্তান লালনের জন্মদিন ছিল শনিবার। সেই উপলক্ষে তীব্র গরমে চরম সংকটকালে শ্রীরামপুর শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টারে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে করলেন রক্তদান শিবির।

প্রসঙ্গত, এবছর লালনের পাঁচ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে বড় করে আয়োজন করার ইচ্ছে ছিল বিভাস-পৌলবীর। কিন্তু সম্প্রতি হাইকোর্টের রায়ে শিক্ষিকার চাকরি হারান পৌলবী। ভেঙে পড়েন তিনি। তাই বিপর্যস্ত দম্পতি স্থির করেন সামাজিক সংকটে পাশে দাঁড়াবেন মুমূর্ষু রোগীর। নির্বাচনী ব্যস্ততা ও তীব্র গরমে রক্তসংকট চরমে। কয়েকদিন আগে ব্যান্ডেলের বাসিন্দা বছর ৬৫র অচল ভট্টাচার্যের জরুরি অপারেশনের জন্য প্রয়োজন ছিল ১ ইউনিট ও পজেটিভ রক্ত। কিন্তু রক্ত জোগাড় না হওয়ায় বাতিল হয় অপারেশন। বহু জরুরি অপারেশন আটকে যাচ্ছে রক্তের অভাবে। এমনকি থ্যালাসেমিয়া, ক্যান্সার বা বিভিন্ন রোগের কারণে যাদের নিয়মিত রক্ত নিতে হয়, বিপন্ন হচ্ছে তাঁদের জীবনও।



গত শুক্রবার থেকে শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারও ছিল রক্তশূন্য। সমাজমাধ্যমে বারংবার শিবিরের আবেদন করে প্রচার করার ফলে কিছু বন্ধুরা এগিয়ে আসছেন কিছু শিবির হচ্ছে। এদিন বিভাস-পৌলবী লালনের জন্মদিনে রক্তদান শিবির করায় অনেকে উপকৃত হবেন। বিভাস-পৌলবীর বক্তব্য, 'বন্ধুদের সহযোগিতায় এই শিবির করে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরা আপ্লুত।'

**ডেটস্ রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি**
**বর্তমান ঠিকানা:** ৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার বিল্ডিং,২য় মাইল, সেভক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

**সমন/বিজ্ঞপ্তি**
**টিওএ নং ২০১৭ এর ১০০২**
**(২০১৫ সালের ও.এ. নং- ৪৭১ থেকে উদ্ভূত)**
**পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**
**(পূর্বতন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)**
..........**আবেদনকারী**
**বনাম**
**মেসার্স বেরহামপুর পলি সেন্টার ও অন্যান্য**
...............**বিবাদীগণ**
প্রতি,
**(১) মেসার্স বেরহামপুর পলি সেন্টার,**
অধীনে একটি অংশীদারিত্ব সংস্থা
অংশীদারিত্ব আইন, ১৯৩২ অধীন একটি পার্টনারশিপ ফার্ম যার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা: গ্রাম- চরদিয়ার নারায়ণপুর, পোস্ট- কালিতলাদিয়ার, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন, ৭৪২১০১।
**(২) শ্রী নিতাই ঘোষ,**
পিতা- নরেশ চন্দ্র ঘোষ, মেসার্স বেরহামপুর পলি সেন্টারের অংশীদার, ঠিকানা-প্রধান নগর, নিবদিতা রোড, পোস্ট ও থানা- শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪০০৩।

যেহেতু তাৎক্ষণিক আবেদন বহনকারী **ও.এ. নং- ২০১৫ সালের ৪৭১** উপরোক্ত নামের পক্ষগুলোর মধ্যে ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-২ কলকাতার অধীনে নিবন্ধিত রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস এন্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এক্ট, ১৯৯৩ এর সেকশন ১৯ অধীনে।
এবং যেহেতু ডিআরটি-২, কলকাতা থেকে ডিআরটি, শিলিগুড়িতে এখতিয়ার পরিবর্তনের কারণে **ও.এ. নং- ২০১৫ সালের ৪৭১** এই ট্রাইব্যুনালে **টি.ও.এ. নং ২০১৭ সালের ১০০২** হিসাবে স্থানান্তরিত এবং পুনঃনামিত হয়েছে।
এবং যেহেতু আবেদনকারী ব্যাঙ্ক একটি আই.এ নং- ২০২১ এর ১৮৮ ফাইল করেছে শিরোনাম সংশোধন করতে এবং এলডি. ট্রাইব্যুনাল অনুমতি দিয়েছে উক্ত আই.এ. ০৮.০৪.২০২১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে
এবং যেহেতু আবেদনকারী ব্যাংক একটি **আই.এ. নং-২০২৪-এর ৭৪** দায়ের করেছে বকেয়া দাবির পরিমাণ সংশোধন করতে এবং এলডি ট্রাইব্যুনালের অনুমতি দিয়েছে উক্ত আই.এ. **০১.০২.২০২৪** তারিখের আদেশের মাধ্যমে
আপনাকে **০৬.০৫.২০২৪** তারিখে সকাল **১০.৩০** টায় বা তার পরপরই ট্রাইব্যুনালের সামনে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আইনি অনুশীলনকারীর মাধ্যমে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসারের মাধ্যমে মামলার পরবর্তী কার্যক্রম/শুনানির জন্য উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
লক্ষ্য করবেন যে উপরে উল্লিখিত তারিখে আপনার উপস্থিতি না থাকলে, আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এই ২০.০৩.২০২৪ তারিখে আমার হাতে এবং ট্রাইব্যুনালের সিলমোহরে প্রদত্ত।
ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে
**স্বা/-**
**রেজিস্ট্রার/সহকারী রেজিস্ট্রার**
**ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি**

# তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষের অভিযোগ, উত্তেজনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া:** জামুড়িয়া বিধানসভা এবং পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত খোট্টাডিহি গ্রামে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ। বিজেপি কর্মীদের মারধর এবং বাড়িতে চড়াও হওয়ার অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। দোষীদের শাস্তির দাবিতে পাণ্ডবেশ্বর থানার সামনে ধর্না বিজেপি নেতাকর্মীদের। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ শ্যামলা অঞ্চলের খোট্টাডিহি গ্রামে।

বিজেপি নেতা গৌতম মণ্ডল জানান, বিজেপি প্রার্থী এসএস আলুওয়ালিয়ার চা পে চর্চার অনুষ্ঠান আছে। সেই উপলক্ষে বিজেপি কর্মীরা ঝান্ডা বাঁধার কাজ করছিলেন। সে সময় জামুড়িয়া ব্লক ২ এর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা জামুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সিদ্ধার্থ রানা ও বালি কারবারী যুধিষ্টির ঘোষের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতী বাহিনী এসে তাঁদের ওপর চড়াও হয় এবং তাঁদের বাড়িতেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিজেপির পক্ষ থেকে দেওয়া ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে জামুড়িয়া ব্লক ২ এর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা জামুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি



সিদ্ধার্থ রানা, শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান অসিত মণ্ডল সহ বহু তৃণমূল নেতা কর্মীরা। যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা।

বিজেপি নেতা গৌতম মণ্ডলরা জানান, যতক্ষণ না অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্না চলবে, প্রয়োজনে তাঁরা অনশনের হুমকিও দেন। তবে যে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই বিষয়ে তাঁদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

## জামুড়িয়ার জঙ্গলে বিধ্বংসী আগুন, আতঙ্কে এলাকাবাসী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া:** রবিবার জামুড়িয়ায় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বেলবাদ এলাকার জঙ্গলে আগুন লাগে। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। কয়েক বিঘা এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। ঘটনাস্থলে রানিগঞ্জ ফায়ার ব্রিগেডের একটি দল আসে। দু'টি ফায়ার ইঞ্জিন কয়েক ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই বনের পরিচর্যাকারী অনুপ ঘোষ জানান, কয়েক বছর আগে এই এলাকায় ইসিএলের উদ্যোগে গাছ লাগানো হয়েছিল, এই বিধ্বংসী আগুনে প্রায় তিন থেকে চার হাজার গাছ পুড়ে গিয়েছে। ভুতবাংলার স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন মাঝি জানান, এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে বনের বিশাল এলাকা সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে, ফলে এলাকার প্রকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে বলে জানান তিনি।

# উত্তরপাড়ায় ২০০ বছরের শীতলা পুজোয় ভক্তদের ঢল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া:** এই প্রখর দাবদাহে ভক্তরা শীতলা পুজো ও শনিবার রাতে কালীপুজো করলেন। এই শীতলা পুজো প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন। বৈশাখ মাসে হুগলির উত্তরপাড়ার শিবনারায়ণ রোডে শীতলা মন্দিরে পুজো হয়। ভক্তরা সকাল থেকে স্নান করে দণ্ডি কেটে মন্দিরে যান।



জানা গেল ভক্তদের মনষ্কামনা পূর্ণ হওয়ার পরে ভক্তরা দণ্ডি কেটে মন্দিরে প্রবেশ করেন। প্রায় ৫০-৬০ জন ভক্ত দণ্ডি কাটেন। মন্দিরের পুরোহিত জানালেন, তাঁর ঠাকুরদা স্বপ্নাদেশে এই পুজো করেন। তারপর থেকে তাঁদের বংশ পরম্পরায় শীতলার পূজা চলে আসছে। 'ভক্তদের বিশ্বাস মা এখানে খুব জাগ্রত এবং তীব্র দাবদাহের হাত থেকে মা আমাদের সবাইকে রক্ষা করেন' বলে জানালেন কিছু ভক্ত। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার কাউন্সিলর তাপস মুখোপাধ্যায়। তিনি জানালেন, বৈশাখ মাসের এই সময় শীতলার পুজো হয়। এখানে ভক্তরা দণ্ডি কেটে পুজো দেন।

# কালনায় তীব্র জল সংকটের দাবি



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা:** পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় তীব্র জল সংকট। কালনা মিউনিসিপ্যালিটির এক ও দু' নম্বর ওয়ার্ড সহ বেশ কিছু ওয়ার্ডে মিউনিসিপ্যালিটি জলের সংকট দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, প্রত্যেকটা বাড়িতে হাউস কানেকশন থাকা সত্ত্বেও মিউনিসিপ্যালিটি কলে জল পড়ে না। রাস্তারও বেশ কিছু কল অকেজো হয়ে গিয়েছে। বাড়ির বাইরে ১০০, ২০০ মিটার দূর থেকে হাতকলে জল তুলে নিয়ে এসে বাড়ির জলের কাজ করতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। দীর্ঘদিন মিউনিসিপ্যালিটিকে অভিযোগ জানিয়ে এলাকার পানীয় জলের উন্নতি হয়নি বলে এলাকাবাসীদের দাবি। সাময়িক ভাবে মাঝেমধ্যে মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাংকির জল নিয়ে আসে ওয়ার্ডে। এলাকার কাউন্সিলরের দাবি, দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে। মিটিংয়ে জলের ট্যাংকি চলে যাওয়ায় পরিষেবায় অসুবিধা দেখা দিয়েছে। জলের প্রজেক্টের কাজগুলো ঠিক মতো না হওয়ায় জলের সমস্যা জানালেন এলাকার কাউন্সিলর সুনীল চৌধুরী।

# তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তেজনা আরামবাগে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে হুগলি জেলার আরামবাগ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আরামবাগ লোকসভা জুড়ে প্রচার করছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিতালি বাগ। প্রত্যেক দিনের মতো রবিবার সকালে তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ প্রচারে গিয়েছিলেন খানাকুল বিধানসভার খানাকুল ২ নম্বর ব্লকের মুস্তফাপুরে। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে ওঠে। এই ঘটনা গোটা খানাকুল জুড়ে ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। যদিও ঘটনার কথা অস্বীকার করেছে বিজেপি। দেখা যায়, তৃণমূল প্রার্থীর গাড়িটির সামনের, পিছনের কাচ সহ গাড়ির গেটের কাচ ভেঙে দেওয়া হয়, আক্রান্ত

হয়েছে গাড়ির চালক। এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছেন। তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ বলেন, ধিক্কার জানানো ছাড়া আর কি আছে, একটা মহিলার উপরে আক্রমণ। এর আগেও যখন প্রচার করতে এসেছিলাম তখন খানাকুলের এক পঞ্চায়েত প্রধান প্রথম এগিয়ে আসেন মারধর করার জন্য। এখান থেকেই দুধ কা দুধ, পানি কা পানি, এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে। কোথা থেকে ইন্ধন, কাদের ইন্ধনে হয়েছে। এত ভয় কিসের, এর যোগ্য জবাব মানুষ দেবে, যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য মানুষ তৈরি। ঘটনা প্রসঙ্গে আরামবাগ সংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, যে ঘটনাটা মুস্তফাপুরে ঘটেছে এটা ওখানকার সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। জনরোষ সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও ওই এলাকায় মানুষের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস কিছুই করেনি। বেকার ছেলে-মেয়েদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার বাড়ি দেয়নি, ওখানে ভোট চাইতে গিয়েছিল। মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আর এর পিছনে সিপিএমের কিছু লোক আছে ওখানে, তারা উস্কানি দিচ্ছে। এখানে বিজেপির কোনও দোষ নেই।

অপরদিকে এই বিষয়ে সিপিআইএম প্রার্থী বিপ্লব মৈত্র বলেন, এটা খুবই নিন্দার যোগ্য। একজন মহিলা প্রার্থীর উপর বিজেপির এই আক্রমণ শোভনীয় নয়। আমরা শুনেছি আগে যারা তৃণমূল করত এখন তারা বিজেপি করছে, তারাই এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। আমরা চাই দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হোক। ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, খানাকুল ২ নম্বর ব্লকের মুস্তফাপুর যেখানে আমাদের পার্টি অফিস আছে সেখানে গাড়িটা রাখা ছিল আমাদের প্রার্থী মিতালি বাগের। গাড়ি রেখে আমাদের প্রার্থী বাড়ি বাড়ি প্রচার করছিলেন। গাড়িটা রাস্তার পাশেই ছিল। সেই গাড়িটাকে ভাঙচুর করেছে বিজেপির ছেলেরা। আমরা প্রশাসনকে বিষয়টা জানিয়েছি, প্রশাসন নিশ্চয়ই যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। সবমিলিয়ে এই নিয়ে দুই বার খানাকুল বিধানসভায় বিক্ষোভের মুখে পড়ল তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ।

# সন্দেশখালির পর্দাফাঁস হতেই তৃণমূলে যোগদানের হিড়িক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** সন্দেশখালির পর্দা ফাঁসের হতেই তৃণমূলে যোগদান শুরু হল বসিরহাট লোকসভায়। নির্দলের পঞ্চায়েত সদস্য সহ ৫০০ জন নেতাকর্মী তৃণমূল দলে যোগদান করলেন শনিবার রাতে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের হিঙ্গলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের হিঙ্গলগঞ্জ বাজারে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হাজির শেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে একটি পথসভায় আয়োজন করা হয়। সেই মঞ্চে যোগদান করলেন শত শত নির্দল নেতাকর্মী।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে বোলতলাতে ওই পথ সভায় হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সহিদুল্লা গাজীর নেতৃত্বে হিঙ্গলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯৭ নম্বর বুথ থেকে নির্দল পঞ্চায়েত

সদস্যা চন্দনা দাস নায়ক সহ পাঁচ শতাধিক কর্মী সমর্থক নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রূপা গুপ্তা, উপপ্রধান তথা অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল লতিফ গাজী, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুদীপ কুমার মণ্ডল, স্বরূপ প্রামাণিক। দলত্যাগী পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, সন্দেশখালিতে মহিলা নির্যাতন নিয়ে রাজ্য তথা দেশ তোলপাড় হয়েছিল। আমরাও ভেবেছিলাম ঘটনাটা সত্য। কিন্তু বিজেপির চক্রান্ত ফাঁস হতেই বুঝলাম এটা পরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল। মহিলাদের চরিত্র নিয়ে এই ঘৃণ্য রাজনীতির তীব্র প্রতিবাদ করছি আমরা। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে এবং রাজ্য সরকারের এত উন্নয়ন দেখে আমায় আর ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। তাই আমাদের সমার্থক কর্মীদেরকে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় যোগ দিলাম। তৃণমূলকে আরও বেশি ভোটে জেতাতে আমারা এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

# বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ভিডিও বার্তায় ক্ষমা হুমায়ুন কবীরের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, শক্তিপুর:** সেদিন আমি উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম। উত্তেজনায় দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়াতে গিয়ে ভাগীরথী ভাসিয়ে দেব বলেছিলাম। তবে কোনও সম্প্রদায়ের নাম না করেই বলেছিলাম। নিজের ভুল বুঝতে পেরে একটি ভিডিও বার্তায় ক্ষমা চেয়ে নিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।

বিতর্কে জড়ানো ও তাঁর এক-দু'দিন পর ভুল বুঝে ক্ষমা চাওয়া এখন হুমায়ুন কবীরের নামের সঙ্গেই জড়িয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি তাঁকে বহরমপুরে প্রার্থী না করায় গোঁসা করে নির্দল প্রতীকে লড়ার হুংকার দিয়েছিলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চাপে দু'দিনের সুর পালটে ইউসুফ পাঠানের প্রচারে নামেন। তার আগে কালীঘাটে

বৈঠকে অভিষেকের বকুনি খেয়ে অভিষেককে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে বিতর্কে জড়ান। ভুলও শুধরে নেন।

গত ১ মে শক্তিপুরের এক নির্বাচনী জনসভা থেকে বিশেষ এক সম্প্রদায়কে নিশানা করে বলেন, দু'ঘণ্টার মধ্যে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দিতে পারলে রাজিনীতি ছেড়ে দেব। শক্তিপুর ছেড়ে হুমায়ুনের এই বক্তব্য দিল্লির বিজেপির সদর দপ্তর পর্যন্ত পৌঁছয়। বর্ধমানের জনসভা থেকে তার ইঙ্গিত মেলে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। হুমায়ুনের বক্তব্য নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে প্রাধনমন্ত্রী তার সমালোচনাও করেন। দেশজুড়ে এউ বক্তব্য তোলপাড় ফেলেছিল। প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে সমালোচনা শোনার পরই সুর পালটে ফেলেন হুমায়ুন।

ভিডিও বার্তায় বলেন, '৩০ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করে। যোগীর সভার ১৮ ঘণ্টা পর ইউসুফ পাঠানের নির্বাচনী জনসভায় আমি উত্তেজিত হয়েই একথা বলেছিলাম।' দলীয় সমর্থকদের মনোবল বাড়াতে মেজাজ হারিয়েই একথা বলেছিলেন বলে জানান।

*সিউড়ি ২১ নম্বর ওয়ার্ডে স্বামীজি সংঘ ক্লাব ময়দানে নির্বাচনী জনসভাতে বক্তব্য রাখছেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়।*

*সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত গোপালনগর অঞ্চলের খাসেরচক হয়ে বেড়াবেড়ি অঞ্চল ও রতনপুরে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো। ছবি: বনস্পতি দে।*

# মমতাকে কাছে পেয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের হিড়িক!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** মমতাকে কাছে পেয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে রীতিমতো হিড়িক পড়ল পানাগড়ে। বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদের সমর্থনে রবিবার দুপুর সাড়ে তিনটে থেকে পানাগড় বাজারে মমতার পদযাত্রা করার কথা থাকলেও, এদিন দুপুরে বীরভূমের লাভপুরে অসিত মালের সমর্থনে সভা শেষ করে বর্ধমানে পদযাত্রা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পর নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হয়ে গেলেও রবিবার বিকেলে বর্ধমানে পদযাত্রা শেষ করে বিকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ হেলিকপ্টারে করে পানাগড়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। পানাগড় বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় হেলিকপ্টার থেকে গাড়িতে করে দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময় রাস্তার ধারে দু'পাশে মানুষের উৎসাহ দেখে পদযাত্রা বাতিল হওয়া সত্ত্বেও এদিন মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে প্রায় ১ কিলোমিটার পথ হাঁটেন। এদিন পানাগড় বাজারের রণডিহা মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের মধ্যে কয়েকজন যুবককে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে শোনা যায়। এরপরে মাঝে মাঝেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যায় রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে যেতে। প্রায় এক কিলোমিটার পথ হাঁটার পরেই মুখ্যমন্ত্রী গাড়িতে চেপে দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হাঁটেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কড়া পুলিশি বাধা টপকে এদিন সাধারণ মানুষকে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছে যেতে।

# ভোট কাকে দেবেন না সেটা ঠিক করা জরুরি, কাকলির সমর্থনে দাবি প্রতুলের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত:** কাকে ভোট দেবেন এটা বড় কথা নয়, কাকে ভোট একেবারেই দেবেন না সেটা নির্বাচন করা এই মুহূর্তে সব থেকে জরুরি। ফ্যাসিবাদ তাড়াও, বিজেপিকে হারাও, যে যেখানে বিজেপিকে হারাতে পারে তার পাশে দাঁড়াও। রবিবার বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডা; কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে জ্ঞানী গুণীজনদের উপস্থিতিতে একটি সভা হয় বারাসত পুরসভার বিদ্যাসাগর সভাগৃহে। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করেন বিশিষ্ট শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়।

এদিন তাঁর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেত্রী বিজেপির বিরুদ্ধে এতদিন বলে আসা বক্তব্যকেই সমর্থন করলেন এই প্রবীণ শিল্পী। এদিন তিনি আরও বলেন, 'একটি ফ্যাসিস্ট দল ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলিকে দিন দিন অকেজো করে দিচ্ছে। বহুত্ববাদের দেশ ভারতবর্ষ আজ একনায়কতন্ত্রে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। আমাদের মতো মানুষের ভোট নিয়ে ওরা শক্তিশালী হয়ে আগামী দিনে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে ভোট পদ্ধতিই বন্ধ করে দিতে চাইছে। এই গণতন্ত্রকে বাঁচাতে ভারতের সংবিধানকে বাঁচাতে বিজেপির মতো শক্তিকে প্রতিহত করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি সভায় আসা মানুষের অনুরোধ করেন আপনাদের মানুষের মধ্যে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া জরুরি।' এদিন বিজেপির কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে একাধিক গান করে সভায় আসা মানুষদের উদ্বুদ্ধ করেন।

এদিনের সভায় প্রতুলবাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, কাকলি দেবীর স্বামী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ডা. সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের জ্ঞানীগুণীজন। রথীন ঘোষ, প্রতুলবাবুর বক্তব্যের রেশ টেনেই দলনেত্রীর ভিবিন্ন কাজের প্রসংশা করে জানান, দেশে বিজেপির বিরোধিতা করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। পাশাপাশি সাংসদ হিসেবে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের দীর্ঘ ১৫ বছরের উনয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরে তাঁকে চতুর্থবারের জন্য জয়ী করার আবেদন জানান। তিনি বলেন, 'কাকলি থাকবে মনে আর ভোট দেবেন (ঘরের কোনা থাকা ইভিএম মেশিনে) কোণে।'

এদিন আরও কী কী কাজ করলে বারাসাত লোকসভার উন্নয়ন হয় সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরেন বিদ্বজনেরা। একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

# রাতের অন্ধকারে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে বিজেপির পতাকা লাগানোর অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** অনুমতি না নিয়ে তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে জোর করে বিজেপি পতাকা লাগানোর অভিযোগ। প্রতিবাদ করায় প্রতিবন্ধী তৃণমূল কর্মী সহ অন্যান্যদের মারধর এবং জিতলে তাদের ঘরছাড়া দেওয়ার হুমকি বিজেপির কর্মীদের বিরুদ্ধে। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ানোর পাশাপাশি আতঙ্কে ভুগছে তৃণমূল কর্মীরা। অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে থানায় অভিযোগ তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার সোনাপুকুর শঙ্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালতিয়া গ্রামের ৫৮ নম্বর বুথে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী তথা তৃণমূল নেতা চন্দন মণ্ডল, তৃণমূল কর্মী মাধবী ঢালি, ঝুমা মণ্ডলের অভিযোগ তাদের সহ আরও অনেক তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে অনুমতি না নিয়েই রাতের অন্ধকারে জোর করে বিজেপির পতাকা লাগানো হচ্ছে। প্রতিবাদ করলেই প্রতিবন্ধী মহিলা তৃণমূল কর্মীকে ধাক্কা এমনকী পোশাক ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ এনেছে। শুধু তাই নয় লোকসভা ভোটে বসিরহাট থেকে বিজেপি প্রার্থী জিতলেই তাদের বাড়িছাড়া করা হবে বলে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। ফলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যে ঘটনায় তিনজন বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে হাড়োয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তৃণমূল কর্মীদের পরিবার। যদিও পাল্টা বিজেপিও অভিযোগ দায়ের করেছে হাড়োয়া থানায়। দুটি পৃথক এফআইআর রুজু করে ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনার পর এখনও পর্যন্ত কেউ আটক বা গ্রেপ্তার হয়নি। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

# ছেলের সাফল্যে মানসিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মায়ের চোখে জল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বুড্ডু (পরিবর্তিত নাম) সাফল্যের চোখে জল তার মায়ের। হ্যাঁ শুধুই চোখের জল। কারণ তার মা রিতা দেবী (নাম পরিবর্তিত) মানসিক ভাবে পিছিয়ে পড়া। জীবন স্রোতে ভাসতে ভাসতে একদিন চার মাসের বুড্ডুকে নিয়ে তার ঠাঁই হয়েছিল সরকারি একটি হোমে। মানসিক ভাবে পিছিয়ে পড়া বুদ্ধির মায়ের জীবনে বুদ্ধ কী ভাবে এল তা সহজেই অনুমেয়। কোনও এক পাষন্ডের পৈশাচিক শিকারের ফসল বুড্ডু। মা, তাঁর সন্তানকে ফেলে যেতে পারেননি। কলকাতার রাস্তায় আলু থালু বেশে মাস চারেকের বুড্ডু সহ তাঁর মাকে উদ্ধার করা হয়েছিল। ঠাঁই হয়েছিল কলকাতার একটি হোমে, পরে তাঁদের ঠাঁই হয় হাওড়ার জয়পুরের বাক্সিতে অবস্থিত একটি হোমে।

এরপর মুণ্ডেশ্বরী দিয়ে জল বয়ে গিয়েছে বহু। কালের নিয়মে বুড্ডু বেড়ে ওঠে। আস্তানা হয় ওই প্রতিষ্ঠানেরই একটি কটেজে। খাতায়-কলমে মাও অনাথ ছেলেও অনাথ। এই পরিস্থিতিতে জয়পুরের ওই হোমের প্রধান প্রয়াত সুকুমার সাবেক তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠে বুড্ডু। এখন তীক্ষ্ণ নজরদারিতে দেখভাল করেন বর্তমান সম্পাদক তন্ময় সাউ, কর্মী সুকেশ দাস, ভক্তিভূষণ মণ্ডলরা।

বুড্ডু এ বছর সাফল্যের সঙ্গে মাধ্যমিক পাশ করেছে। যার স্বাদ তাঁর মা বোঝেন না। স্বাভাবিক ভাবেই বুড্ডুকে নিয়ে হোম কর্মীদের আনন্দ দেখে তাঁর মা আনন্দিত এটুকু বোঝা যায়। আর এই আনন্দ দেখেই চোখে জল আসে বুড্ডুর মায়ের। বুড্ডু জানিয়েছে, পড়া শেষ করে মাকে নিয়ে এই এলাকাতেই থাকতে চায় সে। হোম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তাকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির তোড়জোড় চলছে। এহেন ছাত্রের সাফল্যে খুশি কাশমলি হাই স্কুলের শিক্ষকরাও।

# রচনার পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** এবার অভিযোগ উঠল হুগলি লোকসভা কেন্দ্রেরই তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টার ছেঁড়ার। হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। রবিবার দুপুরবেলা এলাকাবাসী দেখতে পান, চুঁচুড়ার বড়বাজার এলাকায় রচনার পোস্টার বা

ব্যানার কেউ ধারাল ব্লেড দিয়ে কেটে দিয়েছে। এরপরেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। প্রসঙ্গত, গত মাসে ১৬ ও ২১ তারিখ চুঁচুড়ার তোলাফটক ও মনসাতলা এলাকায় রচনার ফ্লেক্স ও ব্যানার ছেঁড়া হয়েছিল। স্থানীয় ২১ নম্বর ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি মিতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পায়ের তলার মাটি বিরোধীদের সরে যাচ্ছে বলেই এমনই বারবার ব্যানার ছিঁড়ছে বিরোধীরা। এ বিষয়ে আমি স্থানীয় প্রশাসন, বিধায়ক তথা আমাদের নির্বাচনী এজেন্টকে জানাব। আমরা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করব।' যদিও, বিজেপি নেতা সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূলের নিজেদের পায়ের তলার মাটি নেই। নিজেরাই রাতের অন্ধকারে এই ঘটনা ঘটিয়ে সংবাদের শিরোনামে আসতে চাইছে।'

# বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর:** ভারতীয় জনতা পার্টির মেদিনীপুর জেলার প্রবীণ কর্মী প্রদীপ পট্টনায়ক রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।

মেদিনীপুর শহরে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে লোকসভা প্রার্থী জুন মালিয়া এবং দলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের হাত থেকে পতাকা নিয়ে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বলে প্রদীপবাবুর দাবি। প্রদীপ পট্টনায়েক ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে পরিচিত। ২৭ বছর ধরে বিজেপির জাতীয় কর্ম সমিতির সদস্য ছিলেন।

# রোগী মৃত্যু নিয়ে ক্ষীরপাই হাসপাতালে ধুন্ধুমার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর:** রবিবার সকালে ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হল। শনিবার শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয় ঘাটাল থানার মূলগ্রামের বাসিন্দা ৬৫ বছরের বৃদ্ধা প্রিয়ারন বিবি। দিন কয়েক আগে শারীরিক সমস্যা নিয়ে মেয়ের বাড়ি চন্দ্রকোনা থানার গন্ধবেড়িয়াতে আসেন ওই বৃদ্ধা। হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বৃদ্ধাকে। রবিবার সকালে ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হলে পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালের মূল গেটে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। একসময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষীরপাই আউট পোস্টের বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

# পায়ে হেঁটে প্রচারে সিপিএম প্রার্থী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর:** রবিবার সকাল বিকেল পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের নবগ্রাম ও ছোড়া পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচার সারলেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী জাহানারা খান। এদিন সকাল দশটা নাগাদ কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে প্রার্থী প্রচার শুরু করেন নবগ্রাম ফুটবল মাঠ সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে থেকে। এলাকার চ্যাটার্জি পাড়া, বাউরি পাড়া, কোড়া পাড়া, মুসলিম পাড়াতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ ও ভোট প্রার্থনা করেন তিনি। বিকেল বেলায় একই ভাবে পায়ে হেঁটে জনসংযোগ করেন বাঁকোলা কোলিয়ারির মশান ধাওড়া, শঙ্করপুর গ্রাম, এরিয়া অফিস কলোনি এলাকায়। প্রচারের ফাঁকে প্রার্থী জাহানারা খান বলেন, 'মানুষের ভালো সাড়া পাচ্ছি। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তারা এগিয়ে আসছে। পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে, আশা করি ব্যালট বক্সে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।'

# গানে ভোটারদের উৎসাহিত বাউলশিল্পী স্বপন দত্তর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** লোকসভা নির্বাচনের জন্য উৎসবের চেহারা গোটা দেশে। ইতিমধ্যেই নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ষষ্ঠ দফায় অর্থাৎ ২৫ মে লোকসভা নির্বাচন রয়েছে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে। রাজনৈতিক দলগুলি ভোটপ্রচারে এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়তে নারাজ কেউ কারও জন্য। রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি নির্বাচন

কমিশনের পক্ষ থেকে ভোটারদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। শুক্রবার বিষ্ণুপুর রসিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে দেখা গেল বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউলকে। বাউল গানের মধ্য দিয়ে ভোটারদের উৎসাহিত করলেন তিনি। বিভিন্ন দোকানে গিয়ে পথচলতি মানুষের কাছে এমনকি বাসে চেপে ভোটদানের কথা জানান। মানুষের একটা ভোট কতটা মূল্যবান তা বাউল গানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন জনসম্মুখে।

সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, দাঙ্গা হাঙ্গামা নয়। কোনও মায়ের কোল যাতে খালি না হয় সেই দিকে নজর রাখতে হবে সকলেরই। সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনের জন্যই তিনি জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভোটপ্রচারে বাউল গানের ঝুড়ি নিয়ে।

# মেরুকরণের রাজনীতি নিয়ে কংগ্রেসকে পালটা তোপ রাজনাথের

**নয়াদিল্লি, ৫ মে:** লোকসভা ভোটের দফা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেরুকরণের রাজনীতি বড় হয়ে উঠছে। রবিবার কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বিভাজনের রাজনীতি নিয়ে কংগ্রেসকে তোপ দাগলেন। তাঁর অভিযোগ, 'আগুন নিয়ে খেলছে কংগ্রেস'। নির্বাচনে সুবিধা পেতে হিন্দু এবং মুসলিমদের ভাগাভাগি করছে। পাশাপাশি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির মধ্যে আগুন নেই বলেও কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা।

সংবাদসংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজনাথ বলেন, 'ওরা নির্বাচনী লাভের জন্য হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কংগ্রেস ধর্মীয় উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করছে।' গেরুয়া নেতা আরও অভিযোগ করেন, 'সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস। ওরা মুসলিম সম্প্রদায়কে কেবলমাত্র ভোটব্যাংক হিসেবে দেখে। ওদের জন্য আমার পরামর্শ- রাজনীতি কেবল সরকার গঠনের জন্য হতে পারে না। রাজনীতি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশগঠন।'

রাহুল গান্ধিকে কটাক্ষ করে রাজনাথের মন্তব্য, 'রাহুল গান্ধির মধ্যে আগুন নেই অথচ কংগ্রেস আগুন নিয়ে খেলছে।' হিন্দু-মুসলিম কার্ড খেলছে কংগ্রেস। এরা চিরকাল জাত, ধর্মের নামে সমাজে বিভাজন তৈরি করে এসেছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী দাবি করেন, লোকসভা ভোটে বিজেপি একাই ৩৭০ আসনে জয়লাভ করবে। এনডিএ জোটের আসন সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়ে যাবে। আরও জানান, চলতি নির্বাচনে সিট বাড়বে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপ্রদেশে।

রাজনাথের বিভাজনের রাজনীতির বিরোধিতা 'ভূতের মুখে রামনাম' বলছেন বিরোধী নেতারা। তাদের বক্তব্য, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেই বিজেপি মেরুকরণের হাতিয়ার বের করে। অতীতে একাধিক ভোটের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, মেরুকরণের হাতিয়ার প্রয়োগ করে বিজেপি কঠিন অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে। কখনও ব্যর্থও হয়েছে। প্রথম দফার ভোটের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজস্থানের বাঁশওয়াড়ার জনসভায় মেরুকরণের অস্ত্রটি ব্যবহার করার পর ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, বিজেপি এবার মোটেই স্বস্তিকর অবস্থায় নেই। অন্যদিকে, কংগ্রেসের ইস্তেহারে দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা রয়েছে।

# আজই প্রকাশিত হবে আইসিএসই ও আইএসসি-র ফল

**নয়াদিল্লি, ৫ মে:** আজই প্রকাশিত হতে চলেছে এ বছরের আইসিএসই ও আইএসসি-র ফলাফল। সকাল ১১টায় বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে ফল। তার পর সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিতে মার্কশিট পাঠানো হবে, সেখান থেকে পরীক্ষার্থীরা সংগ্রহ করতে পারবে মার্কশিট। রবিবার দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিল সিআইএসসিই।

সোমবার সকাল ১১টায় আইসিএসই বোর্ডের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল প্রকাশিত হবে। ৠস্ত্বত্র.দ্রস্ত্ব, এই ওয়েবসাইটে পরীক্ষার্থীরা জানতে পারবে ফলাফল। এবছর আইসিএসই অর্থাৎ দশম শ্রেণির পরীক্ষা শেষ হয়েছিল ২৮ মার্চ। ২০২৪ সালে আইএসসি পরীক্ষা দিয়েছে দেশের প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্রছাত্রী।



অন্যদিকে, এপ্রিলের ৩ তারিখ পর্যন্ত চলে আইএসসি অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা। তবে এবছরের আইএসসি-তে কেমিস্ট্রি এবং সাইকোলজি পরীক্ষায় বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল। প্রশ্ন নিয়ে গন্ডগোলের জেরে পরীক্ষার ঠিক ২ ঘণ্টা আগে কেমিস্ট্রি পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। তার বদলে ২১ মার্চ কেমিস্ট্রি পরীক্ষা হয়। আর সাইকোলজি পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র উধাও হয়ে যাওয়ায় সেই পরীক্ষাও পিছিয়ে যায়।

# বাবার দোকানঘর থেকে উদ্ধার ভাই-বোনের দেহ

**নয়াদিল্লি, ৫ মে:** বন্ধ দোকানের মধ্যে থেকে দু'জনের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, সম্পর্কে তারা ভাই-বোন। নিজের বাবার দোকান থেকেই তাদের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সন্দেহ, সন্তানদেরকে খুন করে নিজের দোকানে লুকিয়ে রেখেছিলেন তাদের বাবা।

ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর-পশ্চিম দিল্লির কেশব পুরম এলাকায়। জানা গিয়েছে, শনিবার ওই এলাকার এক বন্ধ দোকানঘর থেকে ১৩ বছর বয়সি নাবালিকাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। ওই ঘরেই পড়ে ছিল এক নাবালকের দেহও। স্থানীয়েরা জানিয়েছেন, ওই দোকানটি মণীশ নামে এক ব্যক্তির। ঘটনার পর থেকেই পলাতক তিনি। তাঁর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ

মনীশের স্ত্রী পুলিশকে জানিয়েছেন, শনিবার সকালে তাঁর দুই সন্তান স্কুলে গিয়েছিল। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে গেলেও তারা বাড়ি ফেরেনি। কিন্তু তাতে সন্দেহ করেননি তিনি। তাঁর মনে হয়েছিল, তারা তাদের বাবার সঙ্গে কোথাও গিয়েছে হয়তো। তাঁর কথায়, 'মণীশ প্রায়ই ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে নিয়ে এ দিক ও দিক ঘুরতে যেতেন। তবে বিকেলের পর থেকে তাঁর মোবাইল ফোনে একাধিক বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। তার পরই মণীশের দোকানের শাটার তুলে ভিতরে ঢুকে আমরা দেখি, ছেলেমেয়েরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।'

পুলিশ জানিয়েছে, দু'জনকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী ভাবে তাদের মৃত্যু হল, তা নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা সম্ভব হবে। তবে প্রাথমিক ভাবে অনুমান, তাদের খুন করা হয়েছে। তাদের বাবাই এই হত্যাকাণ্ডের মূল সন্দেহভাজন বলে মনে করছে পুলিশ। মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করতে পুলিশ মৃতদের পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, বেশ কিছু দিন ধরে আর্থিক সমস্যায় ভুগছিলেন মণীশ। সেই কারণে প্রায়ই মেজাজ খারাপ থাকত তাঁর। এই মৃত্যুর সঙ্গে মণীশের আর্থিক অবস্থার যোগ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

# 'বিজেপির প্রাক-নির্বাচনী স্টান্ট'

**নয়াদিল্লি, ৫ মে:** ভোটের মধ্যে পুলওয়ামার ছায়া কাশ্মীরের পুঞ্চে। বায়ুসেনার একটি গাড়ি-সহ সেনার কনভয়ে জঙ্গি হামলা হয়েছে। এই ঘটনায় সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে শহিদ হয়েছেন বায়ুসেনার ১ জওয়ান। এই ঘটনা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা তথা পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। তাঁর দাবি, নির্বাচনে সুবিধা পেতে পুলওয়ামার ধাঁচে পুঞ্চের ঘটনা বিজেপিই ঘটিয়েছে। আপ নেতার মন্তব্য শোরগোল শুরু হয়েছে। পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'এই ঘটনা সাজানো, জঙ্গি হামলা নয়। এটা বিজেপির প্রাক নির্বাচনী স্টান্ট ছাড়া কিছু নয়। এর কোনও সত্যতা নেই। বিজেপি মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে রাজনীতি করছে।' চান্নি আরও বলেন, 'যখনই ভোট আসে, তখনই এই ধরনের কাণ্ড ঘটানো হয়ে থাকে।

# নিজ্জর খুনে ৩ ভারতীয় গ্রেপ্তার হতেই সরব ট্রুডো

**টরেন্টো, ৫ মে:** কানাডায় আইনের শাসন রয়েছে। দেশের সমস্ত নাগরিককে সুরক্ষিত রাখাই সেই শাসনের মূল উদ্দেশ্য। হরদীপ সিং নিজ্জর খুনে তিন ভারতীয় গ্রেপ্তার হওয়ার পরে এই কথাই বললেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। উল্লেখ্য, খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের মামলায় কানাডায় গ্রেপ্তার হয়েছে তিন ভারতীয় নাগরিক।

২০২৩-এর ১৮ জুন সুরে শহরে একটি গুরুদ্বারের কাছে খুন হয় নিজ্জর। জঙ্গি সংগঠন 'খলিস্তান টাইগার ফোর্সে'র প্রধান ছিল সে। আর এই খুনের মামলাতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিন ভারতীয়কে। তাঁদের নাম যথাক্রমে, করণ ব্রার (২২), কমলপ্রীত সিং (২২) ও করণপ্রীত সিং (২৮)। তাঁদের বিরুদ্ধে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক হলেও ধৃতরা কানাডার আলবের্তো শহরের বাসিন্দা। ভারত সরকারের সঙ্গে ধৃতদের যোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কানাডার পুলিশ। এছাড়াও মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গেও তারা কাজ করছে এই গ্রেপ্তারি নিয়ে।

এই গ্রেপ্তারির খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই শিখদের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী। সেখানে বলেন, 'কানাডায় আইনের শাসন রয়েছে। স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ রয়েছে। দেশের প্রত্যেক নাগরিককে রক্ষা করাই এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। পুলিশ জানিয়েছে এই ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে। গতকাল তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে আগামীদিনে প্রয়োজন পড়লে অন্যদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ট্রুডোর কথায়, নিজ্জরের মৃত্যুর পর থেকে শিখরা কানাডায় বসবাস করতে ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু শিখদের অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস, 'প্রত্যেক কানাডিয়ানের নিরাপদে বসবাস করার অধিকার রয়েছে। বৈষম্য আর হিংসা থেকে মুক্ত থাকার অধিকার রয়েছে।' উল্লেখ্য, তিন ভারতীয় গ্রেপ্তার হওয়ার পরে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, কানাডার পুলিশ এবিষয়ে কী তথ্য নয়াদিল্লিকে জানায়, সেজন্য কেন্দ্র অপেক্ষা করবে।

### ধর্মীয় উস্কানির অভিযোগ

# নাড্ডা ও মালব্যের বিরুদ্ধে কমিশনে গেল কংগ্রেস

**নয়াদিল্লি, ৫ মে:** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর পর এবার জেপি নাড্ডার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে কংগ্রেস। ধর্মীয় উস্কানির অভিযোগে বিজেপি সভাপতির





বিরুদ্ধে নালিশ করেছে কর্নাটক কংগ্রেস। অভিযোগ করা হয়েছে অমিত মালব্য, এবং কর্নাটকের বিজেপি সভাপতি বি এস রাঘবেন্দ্রর বিরুদ্ধে।

আসলে কর্নাটকে সদ্য মুসলিমদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেছে কংগ্রেস। বিজেপির অভিযোগ, তপসিলি জাতি, উপজাতির সংরক্ষণ কেড়ে নিয়ে সেটা ধর্মের নামে মুসলিমদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে একটি ভিডিও-ও বানিয়েছে বিজেপি। যে ভিডিও শেয়ার করেন জেপি নাড্ডা, অমিত মালব্য, রাঘবেন্দ্ররা। নাড্ডারা একাধিক জনসভাতেও সে কথা বলেছে।

কংগ্রেসের অভিযোগ, নাড্ডারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। ধর্মীয় উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কংগ্রেসের ইস্তেহারে কোথাও মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলা নেই। কর্নাটকে যে সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছে, সেটাও আগে চালু ছিল। বিজেপির আমলে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কর্নাটক কংগ্রেসের তরফে বিজেপি সভাপতির বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

এর আগে অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধেও কমিশনে নালিশ করেছে কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ধর্মীয় বিভাজনমূলক মন্তব্য করার অভিযোগ রয়েছে। তাতেও এখনও কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি কমিশন।

# হোয়াইট হাউসের গেটে সজোরে ধাক্কা গাড়ির, মৃত্যু চালকের

**লন্ডন, ৫ মে:** ফের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বাসভবনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। শনিবার হোয়াইট হাউসের গেটে তীব্র গতিতে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ওই গাড়ির চালকের। দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল, নাশকতার উদ্দেশ্য ছিল কি না, যাবতীয় বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিক্রেট সার্ভিস।

শনিবারের ঘটনার বিবৃতি দিয়েছে সিক্রেট সার্ভিস। সেখানে বলা হয়েছে, রাত সাড়ে ১০টা নগাদ দুর্ঘটনা ঘটে। হোয়াইট হাউস কমপ্লেক্সের বাইরের একটি গেটে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি। চালককে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ইতিমধ্যে মৃতের পরিচয় জানা গিয়েছে। মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটি ১৫তম স্ট্রিট এবং পেনসিলভেনিয়া অ্যাভিনিউ এনডব্লিউয়ের সংযোগস্থলে একটি ব্যারিকেডে সজোরে ধাক্কা মারে। প্রশ্ন উঠছে,



গাড়িটি কীভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনী এড়িয়ে হোয়াইট হাউসের গেট পর্যন্ত চলে এল? এর সঙ্গে নাশকতার যোগ নেই তো? নাকি নিছকই দুর্ঘটনা! সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ এবং সিক্রেট সার্ভিসের তদন্তকারীরা।

এর আগে গত জানুয়ারি মাসে হোয়াইট হাউসের বাইরের গেটে ধাক্কা মেরেছিল একটি গাড়ি। গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল সেটি। কিন্তু বেশিদূর যাওয়ার আগেই গাড়িটি আটকে দেয় প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিক্রেট সার্ভিসের অফিসাররা। অভিযুক্ত চালককে হেপাজতে নেওয়া হয়েছিল। ওই ঘটনাতেও বাইডেনের বাসভবনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।

# আরএসএস কর্মীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল হেমন্ত কারকারের!

**মুম্বই, ৫ মে:** পাকিস্তানি জঙ্গি আজমল কাসব নয়, আরএসএস মতাদর্শের পুলিশকর্মীর গুলি লেগেই শহিদ হয়েছিলেন মহারাষ্ট্র পুলিশের আধিকারিক হেমন্ত কারকারে! বিস্ফোরক দাবি করলেন মহারাষ্ট্রের বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, আদালতে সত্য গোপন করেছিলেন আইনজীবী। সেই আইনজীবীকেই লোকসভা নির্বাচনে টিকিট দিয়েছে বিজেপি।





## বিস্ফোরক কংগ্রেস নেতা

২৬/১১ হামলায় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে শহিদ হন হেমন্ত কারকারে। সেই সময়ে মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাসদমন বিভাগের প্রধান ছিলেন তিনি। হামলার সময়ে গুলি লেগে হেমন্তের মৃত্যু হয়। পরে জানা যায়, জঙ্গি কাসবের বন্দুক থেকে বেরনো গুলি লেগেই মৃত্যু হয়েছে হেমন্তের। ওই মামলায় সরকারের তরফে আইনজীবী ছিলেন উজ্জ্বল নিকম। তাঁকেই এবার মুম্বই উত্তর মধ্য কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে বিজেপি।

উজ্জ্বলকে আক্রমণ করতে গিয়েই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন মহারাষ্ট্রের বিরোধী দলনেতা বিজয় ওয়াদেত্তিওয়ার। রবিবার তিনি বলেন, 'বিরিয়ানির প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসকে বিঁধেছিলেন উজ্জ্বল। কিন্তু আদালতে গিয়ে ঠিকঠাক সাক্ষ্য দেননি। যে গুলি লেগে হেমন্ত কারকারের মৃত্যু হয়, সেই গুলিটা মোটেই কাসবের বন্দুক থেকে বেরয়নি। এমন এক পুলিশকর্মীর গুলিতে হেমন্তের মৃত্যু হয়, যিনি সেই সময়ে আরএসএসের কর্মী ছিলেন। কিন্তু সেই কথা আদালতে বলেননি উজ্জ্বল।' কংগ্রেস নেতার প্রশ্ন, যে ব্যক্তি আদালতে মিথ্যা কথা বলে তাকে কেন টিকিট দিল বিজেপি?

তবে মহারাষ্ট্রের বিরোধী দলনেতার মন্তব্যের পালটা দিয়েছে গেরুয়া শিবির। দলের তরফে বলা হয়, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোট পেতে কংগ্রেস মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেই জন্যই এত নিম্নরুচির আক্রমণ করছে। তবে সাফাই দিয়ে বিজয়ের দাবি, এস এম মুশারিফের লেখা বইয়ের তথ্যের ভিত্তিতেই এই কথা বলেছেন তিনি।

# এনসিপি ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরলেন দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ৫ মে:** নির্বাচনী হাওয়ায় কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার হিড়িক দেখা গিয়েছে। এই ঘটনা ঠিক বিপরীত। ২০২১ সালে কংগ্রেস ছেড়ে শরদ পাওয়ারের দল ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি বা এনসিপি-তে যোগ দিয়েছিলেন দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ যোগানন্দ শাস্ত্রী। লোকসভা নির্বাচনের আগে এনসিপি ছেড়ে ফের কংগ্রেসে যোগ দিলেন তিনি। এই ঘটনা কংগ্রেসের জন্য ইতিবাচক বলেই মনে করা হচ্ছে।

দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শীলা দীক্ষিতের জমানায় মন্ত্রিসভার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন যোগানন্দ। এমনকী এক সময় দিল্লি বিধানসভার অধ্যক্ষও ছিলেন। দিল্লি কংগ্রেসের সেই প্রথম সারির নেতাই ২০২১ সালে কংগ্রেস ছেড়ে শরদ পাওয়ারের দলে যোগ দেন। শনিবার দিল্লির কংগ্রেসের ইনচার্জ দীপক বাবরিয়ার উপস্থিতিতে 'ঘর ওয়াপসি' হল যোগানন্দের। এদিন দল ছাড়া ও ফেরা নিয়ে জবাবদিহি করেছেন বর্ষীয়ান নেতা।

যোগানন্দের যুক্তি, কোনওদিনই কংগ্রেসের থেকে দূরে যাননি তিনি। নেতা বলেন, কংগ্রেস এবং শরদ পাওয়ারের এনসিপি-র মধ্যে আদর্শগত বিরাট তফাত নেই। যোগাননন্দের কথায়, 'প্রত্যেকের এক সঙ্গে কাজ করা উচিত। দেশের এমন লোকের প্রয়োজন, যারা গণতন্ত্র এবং সংবিধান রক্ষা করতে পারবে।'



# পুত্রের জন্মদিনের আগেই শহিদ বায়ুসেনা অফিসার

**পুঞ্চ, ৫ মে:** পুত্রের জন্মদিন ছিল মঙ্গলবার। বাড়িতে ফিরবেন বলে সব প্রস্তুতিও সেরে ফেলেছিলেন। কিন্তু পুত্রের জন্মদিন পালনের আগেই জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু হল বায়ুসেনা অফিসার ভিকি পাহাড়ের। শনিবার জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চে বায়ুসেনার গাড়ির উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। সেই হামলায় ছয় বায়ুসেনা আধিকারিক আহত হয়েছিলেন। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় পাহাড়ের। সেনা সূত্রে খবর, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ার নোনিয়া-করবল গ্রামের বাসিন্দা পাহাড়ে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গত মাসেই বোনের বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে এসেছিলেন পাহাড়ে। সেই অনুষ্ঠান মিটিয়ে গত ১৮ এপ্রিল আবার কাজে ফেরেন। ২০১১ সালে বায়ুসেনায় যোগ দিয়েছিলেন পাহাড়ে। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, পাঁচ বছরের পুত্র, মা এবং তিন বোন রয়েছেন। পুত্রেরই জন্মদিন আগামী ৭ মে। তার জন্মদিন উপলক্ষে বাড়িতে আসবে বলে স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু শনিবারই তাঁদের কনভয়ে জঙ্গি হামলা হয়। আর সেই হামলায় মৃত্যু হয় পাহাড়ের।

হামলার পরই জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। সেনা সূত্রে খবর, জঙ্গিদের সাহায্য করার সন্দেহে ছ'জন স্থানীয়কে আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জঙ্গিদের খুঁজতে ড্রোন দিয়েও নজরদারি চালানো হচ্ছে।

# জয়ের হ্যাটট্রিক কলকাতার, আবার ব্যাটে-বলে জ্বলে উঠলেন নারাইন

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** আইপিএলে জয়ের হ্যাটট্রিক কলকাতার। দিল্লি, মুম্বইয়ের পর লখনউকেও হারিয়ে দিল শ্রেয়স আয়ারের দল। পর পর দু'টি অ্যাওয়ে ম্যাচ জিতে অনেক খোলা মনে কলকাতায় শেষ হোম ম্যাচে খেলতে আসতে পারবে কেকেআর। আগে ব্যাট করে ২৩৫/৬ তুলেছিল কলকাতা। জবাবে আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারাইনের বোলিংয়ে লখনউ থেমে যায় ১৩৭ রানে। অর্থাৎ ৯৮ রানে জিতল কেকেআর। আইপিএলের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে গেল কেকেআর। ১১ ম্যাচে এখন তাদের ১৬ পয়েন্ট। ১০ ম্যাচে রাজস্থানের পয়েন্ট সমান থাকলেও রান রেটে শীর্ষে চলে গেল কেকেআর।

ম্যাচের আগে পিচ রিপোর্ট দিতে এসে অ্যারন ফিঞ্চ এবং রবি শাস্ত্রী জানিয়েছিলেন, এই পিচে ১৯০-২০০ রান লড়াকু স্কোর। কারণ তখনও লখনউয়ের মাঠে ২০০ ওঠার ইতিহাস তৈরি হয়নি। সেটাও তৈরি হয়ে গেল কেকেআরের হাত ধরে। শুধু তাই নয়, পঞ্জাব-কলকাতার সেই নজিরের ম্যাচের পর আর ২০০ রান উঠছিলই না আইপিএলে। সেই ধারাও ভাঙল কেকেআরের হাত ধরেই। চলতি মরসুমে ৬ বার ২০০ বা তার বেশি রান করল কেকেআর। বাকি দলগুলির থেকে বেশি।

এ দিন টসে আবার হারতে হয় শ্রেয়স আয়ারকে। এই নিয়ে টানা ছ'টি ম্যাচে টসে হারলেন তিনি। বলেই দিলেন, কোনও ভাবেই এই ভাগ্য বদলাতে পারছেন না তিনি। শ্রেয়সের প্রতিযোগিতা হতে পারে চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে, যিনি ১১টি ম্যাচের ১০টিতেই টসে হেরেছেন। তবে দলের পারফরম্যান্সে দিনের শেষে তিনি বলতেই পারেন, 'ইট ওয়াজ আ গুড টস টু লুজ'।

এ বার বেশির ভাগ ম্যাচেই কেকেআরের শুরুটা ভাল হচ্ছে তাদের ওপেনিং জুটির সৌজন্যে। লখনউ ম্যাচও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রথম বলেই মার্কাস স্টোয়নিসকে চার মারেন ফিল সল্ট। সেই ওভার থেকে এল দশ। পাওয়ার প্লে যত এগোল, তত কেকেআরের ওপেনারদের হাত খুলতে লাগল। যথারীতি বেশি আগ্রাসী ছিলেন সল্টই।

তবে নারাইনও কম যাননি। তৃতীয় ওভারে নবীন উল হককে নারাইন এবং সল্ট দু'জনেই দুটি করে চার মারলেন। চতুর্থ ওভারে মহসিন খানকে চারের হ্যাটট্রিকের পর একটি ছয় মারলেন নারাইন। এই ওভারেই কেকেআরের ওপেনিং জুটি ৫০ পেরিয়ে যায়। চলতি মরসুমে ষষ্ঠ বার তা দেখা গেল। তবে পঞ্চম ওভারের দ্বিতীয় বলেই ফেরেন সল্ট। নবীনের ধীরগতির বল বুঝতে পারেননি। তিন নম্বরে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী নামলেও তিনি খুব একটা চালিয়ে খেলতে অভ্যস্ত নন। সেই দায়িত্ব নিলেন নারাইনই। মাঝে কয়েকটা ওভারে খুব একটা চালিয়ে খেলতে পারেনি কেকেআর। খেলা ঘুরল নবম ওভার থেকে। ওভারপ্রতি উঠতে থাকল দশ রানের বেশি। অর্ধশতরান করে ফেলেন নারাইন।

তার পরে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজরে ব্যাটার। ১১তম ওভারে স্টোয়নিসকে তিনটি ছয় মারেন তিনি। তবে আরও একটি শতরানের ইচ্ছা পূরণ হয়নি। রবি বিষ্ণোইকে তুলে খেলতে গিয়ে লং অফে পাড়িক্কলের হাতে ক্যাচ দেন। বল মারার পর নারাইনের মুখের ভঙ্গিই বলে দেয় যে খারাপ শট খেলেছেন। তার আগে ৩৯ বলে ৮১ রান হয়ে গিয়েছিল তাঁর।

রানের গতির মুখে কেকেআর বুদ্ধি করে নামিয়ে দেয় আন্দ্রে রাসেলকে। তবে রাসেল খুব একটা কাজের কাজ করতে পারেননি। যা খেলছিলেন অঙ্গকৃশই। কেকেআরের রানের গতি আবার কমে যায়। চালাতে গিয়ে আউট হন রাসেল। তবে সেই আউটের নেপথ্যে পরিবর্ত ফিল্ডার কৃষ্ণাপ্পা গৌতমের ক্যাচটিও ভোলার মতো নয়। অনেকটা পিছনে ছুটে ক্যাচ নেন তিনি। তখন কে জানত, কেকেআরের ফিল্ডিংয়ের সময় সব ছাপিয়ে যাবেন রমনদীপ সিংহ!

# মোস্তাফিজ, পাতিরানাবিহীন চেন্নাইকে জেতালেন জাদেজা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বিসিবির দেওয়া ছুটি শেষে মোস্তাফিজুর রহমান ফিরে এসেছেন বাংলাদেশে, চোটের কারণে শ্রীলঙ্কায় ফিরে গেছেন মাতিশা পাতিরানাও। ডেথ বোলিংয়ের মূল দুই ভরসা ছাড়াই আজ পাঞ্জাব কিংসের মুখোমুখি হয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। তবে মোস্তাফিজ, পাতিরানারা না থাকলেও জিততে সমস্যা হয়নি বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের।

ধর্মশালায় চেন্নাই ৯ উইকেটে ১৬৭ রানের পুঁজি নিয়ে পাঞ্জাবকে আটকে দিয়েছে ৯ উইকেটে ১৩৯ রানে। ২৮ রানের জয়ে প্লে,অফে ওঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে চেন্নাইয়ের। ১১ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট তুলে চেন্নাই এখন তিন নম্বরে। সমান ১২ পয়েন্ট আছে চার ও পাঁচে থাকা লক্ষ্ণৌ এবং হায়দরাবাদেরও। পাঞ্জাব ১১ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার আট নম্বরে।

রান তাড়ায় নামা পাঞ্জাব প্রথম দুই ওভারের মধ্যেই হারিয়ে ফেলে জনি বেয়ারস্টো ও রাইলি রুশোকে। চারদিন আগে চেন্নাইয়ের মাঠে ১৬২ রান তাড়ায় এ দুজনই ৩৭ বলে ৬৪ রানের জুটি গড়ে ম্যাচ বের করে নিয়েছিলেন।

তুষার দেশপান্ডে বেয়ারস্টো, রুশোকে তুলে নেওয়ার পর পাঞ্জাবের আর কেউ দলের হাল ধরতে পারেননি। মিচেল স্যান্টনার ও রবীন্দ্র জাদেজার আঁটসাঁট বোলিংয়ে চেন্নাই ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ বাড়ায়।

জাদেজা ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট, স্যান্টনার মাত্র ১ উইকেট নিলেও ৩ ওভারে দেন মাত্র ১০ রান।

এর আগে ব্যাট হাতেও জাদেজাই চেন্নাইয়ের মূল ত্রাণকর্তা হয়ে ওঠেন। ২৬ বলে ৩ চার ও ২ ছয়ে খেলেন সর্বোচ্চ ৪৩ রানের ইনিংস। অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ৩২ ও ড্যারিল মিচেল ৩০ রান করেন।

পাঞ্জাবের হয়ে তিনটি করে উইকেট নেন রাহুল চাহার ও হারশাল প্যাটেল।

# 'আইপিএলে সবচেয়ে ওভাররেটেড ক্রিকেটার ম্যাক্সওয়েল'

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** গ্লেন ম্যাক্সওয়েল যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন! এই ভারতেই গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে রূপকথা লিখেছিলেন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে তাঁর ওই ২০১ রানের অতিমানবীয় ইনিংসটি ভোলার সাধ্য কার! অথচ সেই মাক্সওয়েলই এখন রান করতে ভুলে গেছেন।

এতটাই ভুলে গেছেন যে আইপিএলে বেঙ্গালুরুর হয়ে ৭ ইনিংস ব্যাট করে রান করেছেন ৫ গড়ে। এমন ফর্মের ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে কথা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার পার্থিব প্যাটেল ম্যাক্সওয়েলকে যা বলেছেন, সেটা সবাইকে চমকে দিতে বাধ্য। ভারতের এই সাবেক ম্যাক্সওয়েল আউট হওয়ার পর প্যাটেল এক্সে লিখেছেন, 'গ্লেন ম্যাক্সওয়েল;আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে ওভাররেটেড ক্রিকেটার।'

সবাই ম্যাক্সওয়েলকে ডাকেন 'বিগ শো' নামে। বড় বড় শট খেলেই বিগ শো উপাধি পেয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। এমন ক্রিকেটারের জন্যই তো আইপিএল। এ মঞ্চের রান,উৎসবের নেতৃত্ব তো তাঁরই দেওয়ার কথা। কিন্তু ম্যাক্সওয়েল কি সেটা পারেননি?

২০১২ সাল থেকে আইপিএল খেলছেন ম্যাক্সওয়েল। প্রথম দুই মৌসুম মিলিয়ে খেলেছেন ৫ ম্যাচ। ২০১৪ সালে কিং ইলেভেন পাঞ্জাবের হয়ে খেলেন ১৬ ম্যাচ, রান করেন ৫৫২। সেটাও ১৮৭ স্ট্রাইক রেটে, দলকে তোলেন ফাইনালে। এটাই ম্যাক্সওয়েলের সেরা আইপিএল মৌসুম।

২০১৫ থেকে ২০১৮;এই চার মৌসুমের মধ্যে ম্যাক্সওয়েলের সেরা মৌসুম ছিল ২০১৭ সালে। সেবার ১৩ ইনিংসে করেছিলেন ৩১০ রান, স্ট্রাইক রেট ছিল ১৭৩। এ ছাড়া এই চার মৌসুমের কোনোটিতেই তিনি ২০০ রানও করতে পারেননি। এরপর ২০২১ সালে ম্যাক্সওয়েল আবারও ৫০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন। গত মৌসুমে করেন ৪০০ রান, স্ট্রাইক রেট ছিল ১৮০, এর বেশি।

আর এবার? ৭ ইনিংসে মোটই করেছেন ২৮ রান। সব মিলিয়ে এটা বলতেই হচ্ছে, আইপিএলে ১২ মৌসুম খেলা ম্যাক্সওয়েল ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম খুব একটা করতে পারেননি। আইপিএলে খেলা সব মিলিয়ে ১২৭ ইনিংসে তাঁর গড় ২৫।

উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের মতে, আইপিএল ইতিহাসেরও সবচেয়ে ওভাররেটেড ক্রিকেটার ম্যাক্সওয়েল।

গুজরাটের বিপক্ষে ৪ রানে স্ট্রাইক রেটে যদিও ভালো; ১৫৬। তবে নামটা যেহেতু ম্যাক্সওয়েল, তাঁর কাছ থেকে দলের প্রত্যাশা আরও অনেক বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

# অন্য দেশে খেলতে গিয়ে আবার শতরান পুজারার

**নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ক্রিকেটে ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন চেতেশ্বর পুজারা। জাতীয় দলে আর সুযোগ পান না তিনি। আইপিএলেও কোনও দল কেনে না তাঁকে। ব্যাট হাতে অবশ্য ফর্মে রয়েছেন পুজারা। অন্য দেশে খেলতে গিয়ে আবার শতরান করলেন তিনি।**

**কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ডিভিশন ২-এ সাসেক্সের হয়ে এই মরসুমে প্রথম শতরান করেছেন পুজারা। তাঁর শতরানে ভর করে ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে লিড পেয়েছে সাসেক্স। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ১৬৭ বলে ১০৪ রান করেছেন পুজারা। ১০টি চার মেরেছেন তিনি। চলতি কাউন্টি মরসুমে সাসেক্সের হয়ে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নেমে এই কীর্তি করেছেন তিনি। আগের দু'টি ম্যাচেও রান করেছেন পুজারা। গ্লসেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে ৮৬ ও অপরাজিত ৪৪ রান করেন তিনি। লেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে একটি ইনিংসই খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন পুজারা। ৩৮ রান করেছিলেন তিনি।**

**এ বারের আইপিএলের আগে নিলামে নাম ছিল পুজারার। কিন্তু কোনও দল তাঁকে নিয়ে আগ্রহ দেখায়নি। ভারতীয় দলেও শুধু একটি ফরম্যাটেই পুজারা খেলতেন। টেস্টে তিন নম্বরে নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেছিলেন তিনি। কিন্তু গত দু'বছরে টেস্টে রান না পাওয়ায় বাদ পড়েন পুজারা। আর জায়গা হয়নি তাঁর। কিন্তু এখনও যে তাঁর ব্যাটে মরচে ধরেনি তা কাউন্টি খেলতে গিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এই ডান হাতি ব্যাটার।**

# কোহলির আচরণে 'বিরক্ত' গাভাস্কার দিলেন পাল্টা জবাব

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এ যেন জবাব-পাল্টাজবাবের খেলা!

বিরাট কোহলি রান করছেন। চলতি আইপিএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি। ১১ ইনিংসে করেছেন ৫৪২ রান। তবে রানটা তিনি কীভাবে করছেন, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বেশ কয়েকবার।

১৪৮ স্ট্রাইক রেটে রান করার পরও এমন সমালোচনা মেনে নিতে পারেননি কোহলি। গত ২৮ এপ্রিল গুজরাটের বিপক্ষে ৪৪ বলে অপরাজিত ৭০ রানের ইনিংস খেলে তাই সমালোচকদের ধুয়ে দিয়েছিলেন কোহলি।

কোহলি সেদিন স্পষ্টভাবেই ধারাভাষ্যকারদের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। আজ কোহলির কথার কড়া জবাব দিয়েছেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার সুনীল গাভাস্কার।

গাভাস্কার স্টার স্পোর্টসে কোহলির সেই কথা নিয়ে বলেছিলেন, 'যখন ওর স্ট্রাইক রেট ১১৮ ছিল, ধারাভাষ্যকারেরা প্রশ্ন তুলেছিল। আমি ঠিক নিশ্চিত নই। আমি খুব বেশি খেলা দেখি না, ঠিক জানি না অন্য ধারাভাষ্যকারেরা কী বলেছিলেন। কিন্তু আপনি যদি ওপেন করেন, এরপর ১৪,১৫তম ওভারে আউটের পর আপনার স্ট্রাইক রেট ১১৮ থাকে...এরপরও যদি কেউ আপনার প্রশংসা করে সেটা ভিন্ন বিষয়।'

গাভাস্কার স্পষ্ট করেই বলেছেন, ধারাভাষ্যকারদের পছন্দ-অপছন্দের ছাপ তাঁদের ধারাভাষ্যে পড়ে না। উল্টো তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, মাঠের বাইরের আলোচনাকে গুরুত্ব না দেওয়ার কথা বলার পরও কেন ক্রিকেটাররা সেই আলোচনার জবাব দেন, 'এরা সবাই বলে, আমরা মাঠের বাইরের আলোচনাকে গুরুত্ব দিই না। তাহলে কেন মাঠের বাইরের আলোচনার জবাব দাও। আমরা সবাই অল্প ক্রিকেট খেলেছি, খুব বেশি নয়! আমাদের কোনো অ্যাজেন্ডা নেই। আমরা যা দেখি, তা বলি। আমাদের পছন্দ-অপছন্দ নেই। যদি এমন কিছু থেকেও থাকে, আমরা মাঠে যা ঘটে, সেটা নিয়েই কথা বলি।'

স্টার স্পোর্টসের হয়ে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময়ে এমনকি স্টার স্পোর্টসের ওপরই ক্ষোভ ঝেড়েছেন গাভাস্কার, 'একজন স্টার স্পোর্টসের ধারাভাষ্যকারকদের হেয় করছে, সেটাই আবার স্টার স্পোর্টস বারবার দেখাচ্ছে, আমার মনে হয় না, এটা ভালো কিছু। আমার মনে হয় স্টার স্পোর্টসেরও বোঝা উচিত, তারা যথেষ্টবার এটা দেখিয়েছে, সবাই বার্তা পেয়ে গেছে।'

# পান্ডিয়াই প্রথম নন, মুম্বইয়ের অধিনায়ক হলেই তাঁদের যেন কী হয়ে যায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বেচারা হার্দিক পান্ডিয়া! কী ছিলেন, আর কী হয়ে গেলেন?

২০২২ সালে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি গুজরাট টাইটানসকে চ্যাম্পিয়ন করলেন। পরের মৌসুমে অর্থাৎ ২০২৩ সাল গুজরাট খেলল ফাইনাল। শেষ দুই বলে চেন্নাই সুপার কিংসের রবীন্দ্র জাদেজা ১০ রানের সমীকরণ মিলিয়ে না ফেললে চ্যাম্পিয়ন হতো সেবারও। পান্ডিয়া দুই মৌসুমে নেতৃত্ব দিলেন সামনে থেকে।

অথচ সেই পান্ডিয়া এবারের আইপিএলে? ট্রলের অন্য নাম। তাতে পান্ডিয়ার দায় কমই, তবে সেই ট্রলের জবাব দেওয়ার জন্য যে পারফর্ম করার প্রয়োজন ছিল, মুম্বাইয়ের অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়া তার ধারেকাছেও করতে পারেননি। মুম্বাইয়ের অধিনায়ক হিসেবে এমন বাজে পারফরম্যান্স অবশ্য নতুন কিছু নয়। এই দায়িত্ব যেই নেন, তারই যেন কী হয়ে যায়! একজন অবশ্য ব্যতিক্রম আছে।

এই যেমন রোহিতের কথাই ধরুন না। মুম্বাইয়ের তো বটেই, কারও কারও মতে তো আইপিএলের সেরা অধিনায়ক তিনি। মুম্বাইকে জিতিয়েছেন ৫টি শিরোপা। আইপিএলে এর চেয়ে বেশি শিরোপা কোনো অধিনায়ক জেতেননি, ধোনিও জিতেছেন সমান ৫টি। তবে সেই রোহিতই বছরের পর বছর ধরে আইপিএলে ব্যাটসম্যান হিসেবে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রমাণ চান? আইপিএলে ২০১৬ সালের পর থেকে ২০২৩ সালের আইপিএল পর্যন্ত হওয়া ৭ মৌসুমে কখনো ৩০ গড়েও রান করতে পারেননি। এই সময়ে গড়ের হিসাবে তাঁর সেরা মৌসুম ছিল ২০২১ সালে। সেবার ১৩ ম্যাচে ২৯ গড়ে ৩৮১ রান করেছিলেন রোহিত। এরপর ২০২২ মৌসুমে ব্যাটিং করেছেন ১৯ গড়ে আর ২০২৩ সালে ২০.৭৫ গড়ে। তাঁকে অধিনায়কত্ব থেকে সরানোর পেছনে নিশ্চয়ই এমন ব্যাটিং পারফরম্যান্সের ভূমিকা ছিল। অর্থাৎ মুম্বাইকে এই আইপিএলের আগের ৭ আইপিএলে মুম্বাই অধিনায়ক পারফর্ম করতে পারেননি।

এবার নির্ভার হয়েও যে রোহিত খুব বেশি কিছু করতে পেরেছেন তা নয়। চেন্নাইয়ের বিপক্ষে একটি সেঞ্চুরি করেছেন, এরপরও ১১ ইনিংসে মোট রান ৩২৬। আগের চেয়ে ভালো হলেও রোহিতের মান আর এবারের আইপিএলে যে রান উঠছে, সেই বিবেচনায় এমন পারফরম্যান্সকে খুব ভালো বলার সুযোগ নেই।

রোহিত মুম্বাইয়ের অধিনায়ক হন ২০১৩ সালে। তাঁর অধিনায়ক হওয়ার পেছনেও ছিল এর আগের অধিনায়কের ব্যর্থতা। তখনকার মুম্বাই অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের অফ ফর্মেই ২০১৩ সালে টুর্নামেন্টের মাঝপথে নেতৃত্ব পান রোহিত।

সেই মৌসুমে ৫ ইনিংসে মাত্র ৫২ রান করতে পারেন পন্টিং, সেটাও ৭০-এর কম স্ট্রাইকরেটে। একাদশ থেকে বাদ পড়েন তিনি, নেতৃত্ব পান রোহিত। ভারত অধিনায়ক রোহিত অবশ্য সেই মৌসুমে সেরা ফর্মে ছিলেন। সেবার রান করেছিলেন ৫৩৮, যা আইপিএল তাঁর সর্বোচ্চ। দলকে দেন প্রথমবার আইপিএল জেতার স্বাদ।

পন্টিংয়ের আগে মুম্বাইকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ভারতীয় স্পিনার হরভজন সিং। ২০১২ সালে অধিনায়ক হিসেবে খেলে হরভজন ১৭ ম্যাচে উইকেট পান মাত্র ৬টি। যেখানে এর আগের মৌসুমেই এই স্পিনার উইকেট পেয়েছিলেন ১৪টি। ২০১০ সালে ১৭টি। পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট, অধিনায়ক হওয়ার পর হরভজনের পারফরম্যান্সের গ্রাফ নিচের দিকে গেছে।

আগেই বলা হয়েছে, একজন ছিল ব্যতিক্রম। তিনি শচীন টেন্ডুলকার। ২০০৮ সাল থেকে ২০১১ পর্যন্ত মুম্বাইকে নেতৃত্ব দিয়েছেন শচীন। এই সময়ে ব্যাট হাতে তিনি তাঁর কাজটা করে গেছেন। ২০১০ সালে ছিলেন আইপিএলের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক। ১৫ ম্যাচে করেছিলেন ৬১৮ রান। মজার ব্যাপার হলো, এই ৬১৮ রান করতে শচীন ছক্কা মেরেছিলেন মাত্র ৩টি! পরের মৌসুমে ২০১১ সালেও করেছিলেন ৫৫৩ রান। তবে এই সময়ে মুম্বাই দল হিসেবে শিরোপা জিততে পারেনি। শিরোপা জয়ের শুরু রোহিতের হাত ধরেই।

এবার মুম্বাই পান্ডিয়াকে বেশ ঘটা করেই অধিনায়কত্ব দিয়েছিল। তবে কেন যেন পান্ডিয়াও এবার পারলেন না! তিনি এবার রান করেছেন ২০-এর কম গড়ে। ১১ ম্যাচে রান করেছেন মাত্র ১৯৮, উইকেট নিয়েছেন ৮টি। দলও ১১ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে ৩টিতে।

কাকতাল হোক কিংবা বড় হওয়ার চাপে হোক শচীন ছাড়া এর আগে স্থায়ীভাবে যাঁরাই মুম্বাইকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, কেউই নিজের সেরাটা দিতে পারেননি। এই তালিকার নতুন সংযোজনই হচ্ছেন পান্ডিয়া।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**